মাতা-পিতার হক

আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী
রহমতুল্লাহে-আলাইহে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাম্মদী কুতুবখানা

Reza Darul Ifta Society
S/1L/No 98985
W.B
No-68

pdf By Syed Mostafa Sakib

حقوق والدين

মাতা-পিতার হক

মূল

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী
(রাহমতুল্লাহি আলাইহি)

অনুবাদ

মাওলানা আমিনুর রহমান
অধ্যক্ষ,
জোয়ারা ইসলামিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

Reza Darul Ifta Society
S/1L/No 98985
W.B

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

Reza Darul Ifta Society
S/1L/No.98985
W.B
No-68
Islampur College Road, Murshidabad

প্রকাশনায় ঃ

নিশান প্রকাশনী
চট্টগ্রাম।

প্রচ্ছদ চিত্রণে ঃ

মুহাম্মদ এনামুল হক

প্রকাশ কাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৯ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ মার্চ ১৯৯৩ ইং
তৃতীয় সংস্করণ ঃ মার্চ ২০০৬ ইং

বর্ণ বিন্যাস ঃ
আল-আমিন কম্পিউটার
জি.এ.ভবন. (৪র্থ তলা) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

হাদিয়া ঃ ৬০ টাকা

মুদ্রণে ঃ আনন্দ প্রেস, চট্টগ্রাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশকের কথা

আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এর বিরচিত حقوق والدين 'মাত-পিতার হক' পুস্তিকাখানি ভাষান্তরিত করে বাংলা ভাষাভাষীদের খেদমতে পেশ করতে পেরে আনন্দবোধ করছি। বাংলা ভাষায় এ ধরণের পুস্তিকা নেই বললেই চলে। পুস্তিকাটির নামকরণ যদিওবা 'মাত-পিতার হক' করা হয়েছে, কিন্তু এতে মাতা-পিতার হকের সাথে সাথে সন্তানের হক, উস্তাদের হক, মুসলমানের হক ও বান্দার হকের কথাও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পুস্তিকাটি অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভরপুর এবং যে কোন পাঠকের মনে সাড়া জাগাতে সক্ষম।

পুস্তিকাটি ভাষান্তরিত করেছেন উদীয়মান সাহিত্যিক, বিশিষ্ট অনুবাদক মাওলানা আমিনুর রহমান। তিনি ভাষাকে মার্জিত ও অনুবাদকে সহজবোধ্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। আরবী, ফার্সী ও উর্দূর কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দসমূহের বেলায় তিনি জোয়ারা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার বিজ্ঞ অধ্যক্ষ মাওলানা মাহমুদুর রহমান সাহেবের সক্রিয় সাহায্য গ্রহণ করেছেন। (গত বছর তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন) মোট কথা, পুস্তিকাটিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার জন্য কোন প্রকার ক্রটি করা হয়নি। প্রারম্ভে মূল গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সন্নিবেশিত করে একে আরও আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করি, পাঠক মহল পুস্তিকাটি পড়ে উপকৃত হবেন এবং আমাদেরকে দু'আয়ে খায়ের করে বাধিত করবেন।

— প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
☆ গ্রন্থকার পরিচিতি	৮
☆ অবতরনিকা	১৬
☆ মাতা-পিতার হক কুরআনের আলোকে	১৯
☆ মাতা-পিতার হক হাদীসের আলোকে	২৩
☆ মাতা পিতার মধ্যে কার হক অধিক	২৯
☆ মাতা পিতার মৃত্যুর পর হক	৩২
☆ মাতা পিতার অবাধ্যতার অশুভ পরিণতি	৪৩
☆ মাতাপিতার সাথে সদাচরণ জিহাদ ও হিজরত থেকে উত্তম	৪৭
☆ সন্তানের হক	৫২
☆ শিক্ষকের হক	৬১
☆ মুসলমানের হক	৬৩
☆ বান্দার হক	৭২

গ্রন্থকার পরিচিতি

ভূমিকা

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইসলামকে নিয়ে যখন শুরু হয় নানা বিতর্ক, কাদিয়ানীরা ধিক্কৃত মতাদর্শ নিয়ে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস শুরু করে, বিশৃংখলার দাবানল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, কুখ্যাত খারেজী মতাদর্শীরা তাদের সেই ঘৃণিত মতাদর্শ নিয়ে নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, সেই করুণ পরিস্থিতিতে বিশ্বের মুসলমানদের জন্য সত্যের দিশারী হিসেবে আবির্ভূত হন এ পাক বাংলা-ভারত উপমহাদেশের ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহি)।

জন্ম ও নাম

ভারতের মুসলমানদের চরম দুর্দিনে সিপাহী বিপ্লবের পূর্ববর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৬ সালের ১৪ই জুন মোতাবেক ১২৭২ হিজরী ১০ই শাওয়াল শনিবার জোহরের নামাযের সময় তিনি এ পৃথিবীতে শুভাগমন করেন। তাঁর জন্ম সন পবিত্র কুরআনের এ আয়াত থেকে উদগত হয়

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

তাঁর পিতামহ মাওলানা শাহ রেযা আলী খান তাঁর নাম রাখলেন মুহাম্মদ আহমদ রেযা, তবে তিনি বিভিন্ন জনের কাছে ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যায়িত হতেন। যেমন পিতার কাছে 'আহমদ মিয়া' মাতার কাছে 'আমান মিয়া'। তবে তিনি নিজেই নিজ নামের পূর্বে আবদুল মুস্তাফা সংযোজন করতেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাম 'আল-মুখতার'। (المختار) অবশ্য তিনি বিশ্ববাসীর নিকট 'আ'লা-হযরত' নামে সর্বাধিক পরিচিত।

বংশগত ঐতিহ্য

তাঁর পূর্ব পুরুষগণ কান্দাহারের অধিবাসী ছিলেন। মুঘল শাহ্ সুলতান মুহাম্মদ ও নাসির সাহেবের সাথে লাহোর গমন করেন এবং সেখানে সম্মানিত সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হন। মাওলানা শাহ্ সাঈদুল্লাহ খান সাহেব ও তাঁর পরবর্তী বংশধরগণের মধ্যে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও ওলী ছিলেন। তাঁর ৬ষ্ঠ পুরুষ পরেই

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফকীহে জামান মাওলানা শাহ্ হাকীম নকী আলী খানের ঔরসে ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ্ আহমদ রেযা খান বেরলভী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নে প্রদান করা গেল-

মাওলানা আবদুল মুস্তাফা আহমদ রেযা বিন মাওলানা মুহাম্মদ নকী আলী বিন মাওলানা রেযা আলী বিন মাওলানা মুহাম্মদ কাজেম আলী বিন মাওলানা মুহাম্মদ আযম বিন সা'দাত ইয়ার খান বিন সাঈদুল্লাহ খান রহমতুল্লাহে আলাইহি।

প্রাথমিক শিক্ষা

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে যতটুকু জানা যায়, ৪ বৎসর বয়সে তিনি পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের পাঠ শেষ করেছিলেন। এ সফলতা তাঁর অসাধারণ মেধা শক্তির পরিচয় বহন করে।

শৈশবেই গভীর পান্ডিত্যের পরিচয়

তাঁর মেধা শক্তি যে অসাধারণ পরিচয় বহন করে, তা নিম্নের একটি ঘটনা থেকে জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। এক দিন ছোট বেলায় যখন তিনি মক্তবে যান, উস্তাদজী আরবী বর্ণমালা পড়াতে আরম্ভ করলেন,তিনি মুখে মুখে 'আলিফ বা-তা-ছা পড়ছিলেন, কিন্তু لا (লাম-আলিফ) পর্যন্ত যখন পৌঁছলেন চুপ করে বসে রইলেন। ওস্তাদজী কারণ জিজ্ঞেস করলে তার উত্তরে বললেন, হুযুর! কিছুক্ষণ পূর্বে পড়লাম আবার পড়বো কেন ? পিতামহ তাঁকে উস্তাদজীর অনুসরণ করতে আদেশ দিলেন। আদেশ পেয়ে তিনি বিচলিত হলেন। পিতামহের সবকিছু আর বুঝতে দেরি হলোনা, মাত্র তিন চা'র বৎসর বয়সের সন্তানের মুখে এক অস্বাভাবিক ধরণের প্রশ্ন! যুগ শ্রেষ্ঠ আল্লামা উস্তাদজী সেদিনেই ধারণা করতে পারলেন যে, এ শিশুটি একদিন দেশবরেণ্য আলেম ও বুযুর্গ হবেন। উস্তাদজী খুশী হয়ে বললেন, 'প্রিয় বৎস! তোমার প্রশ্ন যথার্থ। তুমি প্রথম যে 'আলিফ' পড়েছিলে, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল 'হামযা' আর এটাই হলো প্রকৃত 'আলিফ'। আলিফ যেহেতু সর্বদা সাকিন থাকে, এবং তা দ্বারা কোন পদ বা শব্দ আরম্ভ করা যায় না, সেহেতু এখানে লাম এর সাথে আলিফকে সংযুক্ত করে এর উচ্চারণ দেখানো হয়েছে।' তিনি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন, একে উচ্চারণ করার জন্য যদি অন্য অক্ষরের সাহায্য নিতে হয় তবে এ অক্ষরের বৈশিষ্ট্যইবা কি ? প্রশ্নটি শুনা মাত্রই উস্তাদজী তাঁকে স্নেহভরে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন 'লাম' এবং 'আলিফ' এর মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য তো রয়েছে। তদুপরি উচ্চারণগত সম্পর্ক হলো 'লাম' শব্দের মধ্যবর্তী অক্ষর হলো 'আলিফ' আর 'আলিফ' উচ্চারণে মধ্যবর্তী অক্ষর পড়ে 'লাম'। তাই এভাবে যুক্ত করা হয়েছে।

এক কথায় তাঁর মেধা শক্তি ছিল অসাধারণ, স্মরণ শক্তি ছিল বিস্ময়কর এবং শৈশবকাল থেকেই তাঁর জ্ঞান ও পান্ডিত্যের পরিচয় ফুটে উঠে।

পাঠ্যজ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন

তদানীন্তন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম মাওলানা গোলাম বেগ সাহেবের নিকট তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতা হযরত শাহ নকী আলী খান (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এর নিকট আরবী ভাষা ও সাহিতর যাবতীয় বিষয়, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ১২৮৬ হিজরী ১৮৭০ সালে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তিনি পাঠ্য শিক্ষার চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন।

অসাধারণ স্মৃতি শক্তি

তিনি কোন্ ধরণের স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন, তা নিম্নের একটি ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। আলা হযরত (রহমতুল্লাহে আলাইহি) একবার মাওলানা ওয়াছি আহমদ মুহাদ্দিছ সুরতী সাহেবের নিকট মেহমান হন। আলাপের এক পর্যায়ে একটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলে আলা হযরতের বিশাল লাইব্রেরীতে কিতাবটি না থাকায় ২ খন্ড বিশিষ্ট বিরাটাকার কিতাবটি ধার নেন। এক ছাত্রের আবেদনে সেদিন আলা হযরত সেই বাড়ীতে অবস্থান করেন। পরদিন ফিরার পথে সুরতী সাহেবকে কিতাখানা ফেরত দিলে তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে আলা হযরত বললেন, গতকাল বাড়ী না ফেরার সুযোগে রাত্রে কিতাবখানা আদ্যন্ত একবার দেখে নিয়েছি। বাকী জীবনে উক্ত কিতাবের বিষয়বস্তু আর দেখা লাগবেনা। খোদার অনুগ্রহে আগামী কয়েক মাস উহার ইবারত ও বচনগুলো হুবহু স্মরণ থাকবে।

জ্ঞানের গভীরতা

আলা হযরত রহমতুল্লাহে আলাইহি ছিলেন সত্যিকারের একজন পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী। তিনি মাত্র চার বৎসর বয়সে কুরআন শরীফ পাঠ শেষ করে ১৪ বৎসর বয়সে পাঠ্য শিক্ষায় শেষ বর্ষ সনদ অর্জ ন করেন। যে দিন শেষ বর্ষ সনদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

লাভ করেন, সেদিনই তিনি এক ব্যক্তির আবেদন ক্রমে 'রাদাআত' বা স্তন্যপান সম্পর্কীয় এক জটিল বিষয়ে ফতোয়া দান করেন। ফতোয়া প্রণয়নে তাঁর দক্ষতা দেখে পিতা হযরত মাওলানা নকী আলী খান সাহেব সেদিনই ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব ভার তাঁর উপর অর্পণ করেন। আলা হযরত যেমন শরীয়ত ও তরীকতের ক্ষেত্রে এক বিরাট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তেমনি ছিলেন উলামায়ে রব্বানীর মধ্যে অন্যতম। নিঃসন্দেহে অতি গুণান্বিত এ মহাপুরুষ যে ময়দানেই পদার্পণ করেছেন, তাঁকে সে ময়দানের শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সবাইকে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, সে বিষয়ে তাঁর তুলনা নাই। ইলমে কুরআন, তাফসীর, উসুলে তাফসীর, হাদীছ, ফিক্হ, উসুলে ফিক্হ, নাহাব, ছরফ, গণিত, অলংকার শাস্ত্র, বালাগত, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি শুধু দক্ষ ছিলেন তা নয়, বরং প্রতিটি বিষয়ে তিনি সৃজনশীল ভূমিকা পালন করেন এবং নতুনত্বের জন্ম দেন। প্রতিটি বিষয়ে তিনি এক নতুন চিন্তা ধারার মাধ্যমে পুস্তক রচনা করেন। অনুরূপভাবে আলা হযরত রহমতুল্লাহে আলাইহি যে সব বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, সেগুলোর সংখ্যা চুয়ান্নকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, ইসলামী জগতে তাঁর দৃষ্টান্ত বিরল। একথা অনস্বীকার্য যে, আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা রহমতুল্লাহে আলাইহি বিশ্বের মুসলিম জাতির জন্য তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ খন্ডন করে সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। প্রকৃত পক্ষে আলা হযরত ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শের কান্ডারী এবং বাতিল পন্থীদের আতংক।

মুসলিম মিল্লাতে আলা হযরতের অবদান

(ক) তাসাউফ ও তরীকতের ক্ষেত্রে

আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান ১২৯৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে হযরত আলে রাসূল রহমতুল্লাহে আলাইহি (ওফাত-১২৯৬ হিজরী) এর পবিত্র হাতে বায়আত গ্রহণ করে সিলসিলায়ে কাদেরিয়ায় প্রবেশ করেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি আপন মুরশিদে কামেলের অনুমতি লাভ করেন। তাছাড়া তিনি তরীকতের তথা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এতই দ্রুত উন্নতি করেছিলেন যে, তাঁকে বিভিন্ন তরীকতের মশায়েখগণ খেলাফত দান করেছিলেন। নিম্নে সে সব মহান তরীকতের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া গেল-

১। কাদেরীয়া বরকাতিয়া জদীদাহ ২। কাদেরীয়া আব ইয়্যাহ কদীমিয়াহ ৩। কাদেরীয়া উহদলিয়া ৪। কাদেরীয়া রাজ্জাকিয়াহ ৫। কাদেরীয়া মোনাওবারিয়াহ ৬। চিশতীয়া নিয়ামিয়াহ কদীমাহ ৭। চিশতীয়া মাহবুবিয়াহ ৮। সোহরওয়ার্দিয়াহ ওয়াহেবিয়া ৯। সোহরওয়ার্দিয়াহ ফযলিয়াহ ১০। নক্শবন্দীয়া আলাইয়্যাহ সিদ্দিকীয়্যাহ্ ১১। নক্শবন্দীয়া আলা ইয়্যাহ-এ-আলভিয়াহ্ ১২। বদীরিয়্যাহ ১৩। আলাভিয়াহ মানআমিয়াহ ইত্যাদি।

(খ) শিক্ষাজগতে আ'লা হযরতের অবদান

তাঁর জীবনী সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, শিক্ষা জগতে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে তা একমাত্র তাঁর অসংখ্য রচনাবলীই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি এমন কোন বিষয় রেখে যাননি যে সম্পর্কে তিনি বই লিখেননি। এমনকি দু'আনামা, ওয়াযিফা ও তাবিজ ইত্যাদি সম্পর্কেও পুস্তক লিখেছেন। তিনি যে সব বিষয়ে বই প্রণয়ন করেছেন, এমন সব বিষয়ের সংখ্যা চুয়ান্নকেও অতিক্রম করে যায়। নিম্নে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া গেল ঃ ১। ইলমে কুরআন ২। ইলমে হাদীছ ৩। উসুলে হাদীছ ৪। ফিক্হ ৫। ইসুলে ফিক্হ ৬। জদল ৭। তাফসীর ৮। আকাইদ ৯। কালাম ১০। নাহু ১১। ছরফ ১২। মায়ানী ১৩। বয়ান ১৪। বদী (অলংকার শাস্ত্র) ১৫। মানতিক ১৬। মোনাজেরা ১৭। দর্শন ১৮। প্রকৌশল ১৯। হাইয়্যাত (নক্ষত্র বিদ্যা) ২০। জ্যামিতি ২১। গণিত ২২। কিরআত ২৩। তাজবীদ ২৪। সূফী তত্ব ২৫। তরীকত ২৬। আখলাক ২৭। আসমায়ে রিজাল (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী) ২৮। সিয়ার ২৯। ইতিহাস ৩০। নাত ৩১। সাহিত্য ৩২। ইছমাতীকী ৩৩। জবর ও মোকাবালাহ ৩৪। নেছাব সীনী ৩৫। লোগরে ছামাত ৩৬। তাওকীত (সময় নির্ধারণী বিদ্যা) ৩৭। মোনাযারাহ ও সারায়া ৩৮। বীজাত ৩৯। মোছাল্লাছে কবরী ৪০। মোছাল্লাছে মোছাত্তাহ ৪১। হাইয়াতে জদীদাহ ৪২। মোবাব্বায়াত ৪৩। জফর ৪৪। যাযেরজাহ ৪৫। আকর ৪৬। ফরায়েজ ৪৭। আরয ও কাওয়াফী ৪৮। নাজুম (জ্যোতিবিদ্যা) ৭৪৯। আওকাফ ৫০। ইতিহাস (গণনা) ৫১। ফার্সী গদ্য ও পদ্য ৫২। হিন্দী পদ্য ও গদ্য ৫৩। নিয়ম পদ্ধতি ও ৫৪। বিবিধ।

উল্লেখিত বিষয়ে তিনি অনেক দূর্লভ গ্রন্থ রচনা করে মুসলিম মিল্লাতের নিকট যে বিরাট অবদান রেখে গেছেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর জগতবিখ্যাত অবদান হলো-ফতোয়া-এ-রযভিয়্যাহ'। এর প্রত্যেক খন্ড সহস্রাধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত ও ১২ খন্ডে এ ফতোয়া গ্রন্থটি সমাপ্ত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুসলিম বিশ্বের উলামায়ে কেরাম তথা মুসলিম সমাজের নিকট এটি বিপুলভাবে সমাদৃত। ফতোয়া জগতের ইতিহাসে এ অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শিক্ষাজগতে তাঁর আরেকটি অবদান হলো-পবিত্র কুরআন মজিদের উর্দু অনুবাদ كَنْزُالْإِيْمَان فِى تَرْجَمَةِ الْقُرْآن কানযুল ঈমান ফী তারজুমাতিল কুরআন।

(গ) কবিতা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার অবদান

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় তিনি না'ত ও কবিতা রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ নিরেট আশেখে রাসূলের সকল রচনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেমেরই সুস্পষ্ট আভাস মিলে। তাঁর রচিত 'হাদায়েকে বখশিশ' নামক কিতাবে না'তে রসূলের এক সমুজ্জল প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি। কবিতা রচনায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালবাসার প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল বলে আশেকে রসূলগণ তাঁর পুস্তিকাদি ও কতিবাগুচ্ছকে স্বীয় অন্তকরণে যত্নসহকারে স্থান দিয়ে থাকেন, মনের শান্তি লাভের নিমিত্তে এগুলো পাঠ করেন কিংবা শ্রবণ করার তীব্র ইচ্ছা পোষণ করেন। কখনো যদি যথার্থ সুরে ও বিশুদ্ধভাবে তাঁর রচিত না'তে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করা হয়, তখন তথায় রসূল প্রেমজনিত তম্ময়তায় বিহ্বল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। শ্রবণকারীদের তখন মনে হয় যেন তারা রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর দরবারেই উপস্থিত হয়েছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদার রহস্যাবলী উৎকৃষ্টরূপে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারতেন বলে ই না'তে রসূল ও কবিতা রচনায় যথাযথ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। অথচ তিনি দূর্লভ সফল কবিত্বের অধিকারী ছিলেন। কবিত্বের ময়দানে ছুটাছুটি করে অনেকেই কুফর শিরকের ঘাঁটি পর্যন্ত পৌছে তথাকথিত স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে দেখা যায়, কিন্তু আ'লা হযরত বেরলভী রহমতুল্লাহে আলাইহি এমন সফল কবিত্বের অধিকারী, যার কথাবার্তা, রচনা ও কবিতায় শরীয়তের সীমালংঘনতো দূরের কথা, আদব বা শালীনতার পরিপন্থী কোন কিছুর সামান্যতকম আভাস পর্যন্তও নেই। তাঁর কবিত্ব সৌন্দর্যের মধ্যে রয়েছে এক বিরাট স্বাতন্ত্র্য।

তাছাড়া তাফসীর, হাদীছ, ফতোয়া এমনকি প্রায় সব বিষয়ে অসংখ্য কিতাবাদি তিনি রচনা করেছেন। তাঁর রচনার সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন ৫০০ কেউ কেউ বলেছেন ৬০০ কারো কারো মতে, সহস্রাধিক আবার কারো কারো মতে তেরশত পঞ্চাশটি।

তাঁর রচনার উৎস রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেম ঃ মুফতি শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী রহমতুল্লাহে আলাইহি এর প্রতিটি কিতাব, পুস্তক ও পুস্তিকা এক দিকে যেমন তাঁর অসাধারণ নবীপ্রেম, অস্বাভাবিক প্রতিভা ও জ্ঞানদক্ষতায় প্রমাণবহ, অপরদিকে বিভিন্ন বাতিল পন্থীদের ভ্রান্ত ধারণার মুলোৎপাটন করে: তাঁর কলম থেকে বের হতো রসূল প্রেমে সিক্ত অগ্নি ঝরা লেখা। তাঁর লিখনীর চাবুকের আঘাতে জড়তা গা ঝাড়া দেয়। জ্ঞানের বিশ্বকোষে এ মুফতী সাহেবকে 'কলমী যোদ্ধা' বা কলমের সৈনিক বললেই সমীচীন হবে। অনেকেই তাঁর রচনাবলীর কঠোর আচরণ ও রুক্ষতার অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন। যেমন রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা মোকাররমার কেন্দ্রীয় কমিটির প্রভাবশালী সদস্য মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী বলেন-

شَدِيْدُالْمَعَارِضَةِ شَدِيْدُالْاعْجَابِ بِنَفْسِهِ وَعلمه قَلِيْلُ الْاعْتِرَافِ بِمَعَاصِرِيهِ ـ شَدِيْدُ الْعِنَادِ وَالتَّمَسُّكِ بِرَأْيِهِ ـ (نزهت الخواطر ـ ج ـ ٨ ص ٤٩ مبطرعه حيورابادركن)

এ কঠোরতার পেছনে কার্যকর ভূমিকা রয়েছে মুফতী সাহেবের রসূল প্রেম। একদা তাঁর প্রিয় শিষ্য সদরুল আফাজেল আল্লামা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রহমতুল্লাহে আলাইহি মুফতী আহমদ রেযা খান এর নিকট আবেদন করেন, হুযুর! আপনি পুস্তক রচনায় এত কঠোর হোন কেন? যদি আপনি কঠোর ভাষা প্রয়োগ না করেন, তাহলে প্রত্যেক শ্রেণীর লোক আপনার গ্রন্থপাঠে উপকৃত হতো। ফাযেলে বেরলভী রহমতুল্লাহে আলাইহি এ কথা শুনে ক্ষুদ্ধ হয়ে বলেন, আমি বিরোধীদের উক্তি খন্ডনে কঠোর ভাষা ও রুক্ষ ব্যবহার এ জন্য প্রয়োগ করি, যাতে তারা দরবারে রিসালতের উপর গোস্তাখীপূর্ণ আচরণ ভুলে গিয়ে আমি যেন তাদের সমালোচনার পাত্র হই। কারণ আমাকে কটাক্ষ উক্তি করলে আমি বিন্দুমাত্র পরওয়া করিনা, তবে এ ফাঁকেতো তারা আমার প্রিয় রসূলের প্রতি গোস্তাখীপূর্ণ আচরণ করা থেকে বিরত থাকবে। (ইয়াদে আলা হযরত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৪, লাহোর)

বহুমুখী প্রতিভা

আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান শুধু যুগের মুজাদ্দিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিছ, মুজতাহিদ। এ জন্য তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যদি কোন কবি, সাহিত্যিক, পন্ডিত ও গবেষক তাঁর রচনার প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকায়, তাহলে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কথা স্বীকার করতে তারা বাধ্য হবে। হযরত মাওলানা ইসহাক আল কাদেরী মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, আলা হযরত রহমতুল্লাহে আলাইহি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় সাহাবী ও আরবী সাহিত্যের সুখ্যাত কবি হযরত হাস্‌সান বিন ছাবেত রাদি আল্লাহু আনহু-এর কবিত্ব, খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদি আল্লাহু আনহু এর সত্যবাদীতা, ফারুকে আযম রাদি আল্লাহু আনহু-এর দৃঢ়তা ও অটলতা, হযরত উসমান যিন্নুরাইন রাদি আল্লাহু আনহু-এর ধৈর্য, বেলাল রাদি আল্লাহু আনহু-এর নবী প্রেম আর আল্লাহর তরবারী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের তেজস্বীতার প্রতিফলন তাঁর জীবনে পরিলক্ষিত হয়। উপরোক্ত সাহাবায়ে কেরামকে আলা হযরতের রূহানী উস্তাদ বললেও অত্যুক্তি হবে না। কারণ শিক্ষকের নিয়ম-নীতি, চিন্তাধারা, মনোভাব ও প্রতিভা ছাত্রদের মধ্যে বিকশিত হয়ে থাকে। আলা হযরত ফাজেলে বেরলভী রহমতুল্লাহে আলাইহি মুসলিম মিল্লাতের জন্য বহুমুখী অবদান রেখে গেছেন। শিক্ষা ও জ্ঞান, তাসাউফ বা সুফীবাদ, কবিতা ও গজল সর্বোপরি বাতিল মতাদর্শ খন্ডনে তাঁর অবদান অপরিসীম। সংক্ষিপ্তকারে তাঁর যৎ সামান্য অবদান তুলে ধরা হয়েছে মাত্র এখানে।

আ'লা হযরতের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিমূলক অপবাদ ও অপপ্রচার

জ্ঞানের এ সমুজ্জল নক্ষত্রের বহুমুখী প্রতিভা প্রকাশ পেলে ইসলামের শত্রুগণ নানাভাবে এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসে; শুরু করে তার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার, যা সে যুগ থেকে আপ পর্যন্ত একই ধারায় অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি সউদী রাজতন্ত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী' আলা হযরতের অনুদিত পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফকে পুড়ে ফেলার অপপ্রচারে উঠে পড়ে লেগেছে, তাঁকে নানা অপবিত্র অপবাদে অভিযুক্ত করছে। এর প্রতিরোধে সুন্নী মুসলমানদের এগিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন।

বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক তার জ্ঞানের স্বীকৃতি

প্রত্যেক মুজাদ্দিদ তাঁর যুগে উদ্ভূত বাতিল মতবাদের মুলোৎপাটন করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদের

আসনে সমাসীন হবার একমাত্র যোগ্যব্যক্তি হলেন ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রহমতুল্লাহে আলাইহি। তাই বিশ্বের উলামায়ে কেরাম তাঁর আদর্শ জীবনের প্রতিটি দিক বিশ্লেষণ করে তাঁকে মুজাদ্দিদ উপাধিতে ভূষিত করেন। শুধু তা নয়, তাঁকে আরো অন্যান্য উপাধিতে বিভূষিত করা হয়েছে যেমন-প্রখ্যাত দার্শনিক ও উর্দূ কবি আল্লামা ইকবাল রহমতুল্লাহে আলাইহি আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রহমতুল্লাহে আলাইহি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে বলেন, যে তিনি এ যুগের আবু হানিফা। (ভূমিকা-ফতোয়া-এ-রযভীয়্যাহ)।

অনুরূপভাবে তৎকালীন হেরেম শরীফের কুতুবখানার মুহাফিজ হযরত শেখ ইসমাইল আলা হযরতের রহমতুল্লাহে আলাইহি ফিক্‌হ শাস্ত্রের অসাধারণ দক্ষতার কথা প্রশংসা করে বলেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি এবং আমি সত্যিই বলছি যে, ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহে আলাইহি যদি আলা হযরত কৃত ফতোয়া-এ-রযভীয়্যাহ প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁকে দেখে হযরত ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহে আলাইহি-এর চোখ জুড়াতো এবং নিশ্চয়ই এ মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতাকে তাঁর সঙ্গীভূক্ত করে নিতেন। (আল-এজাযাতুল মতীনাহ পৃষ্ঠা-২৫৯)।

মুজাদ্দিদে মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী রহতুল্লাহে আলাইহি যখন হজ্ব করার জন্য স্বীয় দেশ ত্যাগ করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ নিলেন, সেখানে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়। এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীরা মাওলানা আবদুল করীম মুহাজেরে মক্কী রহমতুল্লাহে আলাইহি বর্ণনা করেন- 'আমি কয়েক বছর ধরে মদীনা শরীফে অবস্থান করে আসছি। হিন্দুস্তান থেকে তখন হাজার হাজার জ্ঞানী ব্যক্তি এখানে আসতেন। তাঁদের মধ্যে আলেম, বুযুর্গ ও পরহেজগার ছিলেন প্রায় সবাই। আমি যা লক্ষ্য করেছি তাঁরা শহরের (মদীনা শরীফ) বিভিন্ন অলি গলিতে ইচ্ছা মাফিক ঘুরে বেড়াতেন। কেউ তাঁদেরকে ফিরেও দেখতেন না। কিন্তু আলা হযরত রহমতুল্লাহে আলাইহি-এর শান ও মর্যাদার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ও আশ্চর্যজনক। তাঁর আগমনের সংবাদে এখানকার বুযুর্গ উলামায়ে কেরাম দলে দলে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসতে আরম্ভ করেন। আর তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। আলা হযরত রহমতুল্লাহে আলাইহি যখন মক্কা মুয়াজ্জমায় প্রবেশ করেন, মক্কাবাসীরাও তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী শেখ ইসমাইল বর্ণনা করেন- দলে দলে মক্কাবাসী উলামায়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেরাম তাঁর চতুর্দিকে একত্রিত হয়ে যান। তাদের অনেকেই তাঁর নিকট 'এজাযতের সনদ' (খেলাফত প্রদান করার) জন্য অনুরোধ জানান। সুতরাং অনেককে মক্কায় এজাযত প্রদান করেন আর অনেককে বেরলভী ফিরে এসেই এখান থেকে এজাযতের সনদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। (হুচ্ছামুল হেরমাঈন, আদদৌলাতুল মক্কীয়াহ)

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী বলেন, 'আহমদ রেযা বেরলভী রহমতুল্লাহে আলাইহি আমার কাছে যথেষ্ট সম্মানের পাত্র। তিনি ভুল বুঝাবুঝি বশতঃ আমাদেরকে কাফির বলে থাকেন। নাউযুবিল্লাহ। তিনি আমাদেরকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর শানে গোঁড়া ও গোস্তাখ মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি রসূল প্রেমে বিভোর হয়ে এ কথা বলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। (আশরাফুস সাওয়ানেহ, পৃষ্ঠা-১২৯, ১ম খন্ড)।

আলা হযরত কা' ফেকহী মাকাম, প্রকাশকাল ১৯৭১ খৃষ্টাবদ- মাওলানা আখতার শাহজানপুরী।

জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, মাওলানা আবুল আলা মওদূদী বলেন, 'মাওলানা আহমদ রেযা খান মরহুম মগফুর আমার দৃষ্টিতে একজন অসাধারণ জ্ঞান ও দূরদর্শিতার অধিকারী সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি মুসলিম মিল্লাতের একজন উঁচু পর্যায়ের সম্মানিত শীর্ষ স্থানীয় নেতা। যদিও কতিপয় মতামত ও ফতোয়া সম্পর্কে তাঁর সাথে আমার বিরোধ রয়েছে, তবুও আমি তাঁর প্রভূত দ্বীনি খেদমতকে স্বীকার করি। (আল মীযান, পৃষ্ঠা-১৬, সন-১৯৭৬ ইং, বোম্বাই)

দারুল মুছান্নেফীন, আজমগড়ের প্রখ্যাত আলেম শাহ মঈন উদ্দিন নদভী বলেন, মাওলানা আহমদ রেযা খান একজন শীর্ষ স্থানীয় গ্রন্থ প্রণেতা আলেমগণের মধ্যে অন্যতম। ধর্মীয় জ্ঞান তথা ফিক্হ ও হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। মাওলানা সাহেব যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও গবেষণা দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে আলেমদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন তা থেকে তাঁর জ্ঞান গভীরতা ও অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার উজ্জল স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর জ্ঞান গর্ভ ও গবেষণাধর্মী ফতোয়াসমূহ পক্ষ ও বিপক্ষ সর্বস্তরের আলেমগণের নিকট পাঠোপযুগী। (মাসিক 'মায়ারেফ', সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ইং)।

নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ এর পরিচালক, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী মুফতী আহমদ রেযা খান বেরলভীর (রহতুল্লাহে আলাইহি) সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র চিত্রণ করেছেন। তিনি এক পর্যায়ে বলেন-মুফতী সাহেবের রচনাবলীর মধ্যে ফতোয়া রজভীয়াহ বিশাল ফিক্হে হানাফী ও খুঁটি-নাটি বিষয়সমূহ ব্যাপকভাবে

জানার জন্য এটি ছিল সেই যুগের নজীরবিহীন গ্রন্থ। তাঁর ফতোয়া ও কিফ্লুল ফকীহেল ফাহেম ফী আহকামে কিরতাসিদ দারাহেম-গ্রন্থটি (মক্কা মুকাররামা, ১৩২৩ হিজরী) তাঁর আসাধারণ জ্ঞানের পরিচায়ক -

(كِفْلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِمِ فِىْ اَحْكَامِ قِرْطَاسِ الدَّرَاهِمِ)

(নুযখাতুল খাওয়াতির' ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪১, দায়েরাতুল মাআরিফিল উছমানিয়া, হায়াদারাবাদ, ১৯৭০ ইং)।

মাওলানা মওদূদীর একান্ত সহকারী মওলানা গোলাম আলী বলেন-
বাস্তব কথা হলো মাওলানা আহমদ রেযা খান সম্পর্কে এখনো লোকেরা মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে রয়েছে। তাঁর কতেক কিতাব ও ফতওয়া অধ্যায়ন করে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছি যে, তাঁর মধ্যে জ্ঞানের যে গভীরতা রয়েছে তা খুব স্বল্প আলেমের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর প্রতিটি লেখনিতে খোদা ও রসূল প্রেম প্রকাশ পায়। 'শিহাব' নভেম্বর ১৯৬২'ইং, লাহোর।

ওফাত

আলা হযরত মুফতী মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী রহমতুল্লাহে আলাইহি ২৫শে সফর, ১৩৪০হিজরী জুমআর দিন বেলা ২টা ২৮ মিঃ জম্মস্থান বেরলী শরীফে ইনতেকাল করেন। বর্তমানে বেরলী শহরের 'দারুল উলুম মানযেরুল ইসলাম' এর উত্তর পার্শ্বে এক শানদার ইমারতে তাঁর মাযার অবস্থিত।

উপসংহারঃ এ কথা অনস্বীকার্য যে, মুসলিম মিল্লাতের জন্য আলা হযরতের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাঁর এ প্রভুত অবদান অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজম্মের জন্য রয়েছে চির অবিস্বরণীয়। যখনই এ উপমহাদেশে বিভিন্ন বাতিলপন্থীরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শকে বিলুপ্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তখনই এ উপমহাদেশকে রক্ষা করেছিলেন তিনি। যাঁদের অসাধারণ লেখনি শক্তি অকাট্য কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসলব্ধ দলিলাদি বাতিল পন্থীদের সমস্ত ভ্রান্তিকে চিহ্নিত করে দিয়েছিল, যাদের লিখিত পুস্তকাদি এখনো সত্য সন্ধানীদের জন্য আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করছে, যাঁদের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ বাতিলপন্থীদের জন্য আতঙ্ক ছিল, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আলা হযরত মুফতী শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী রহমতুল্লাহে আলাইহি ছিলেন তাদেঁর মধ্যে শীর্ষ স্থানীয়।

আলা হযরতের জীবনাদর্শ ও লেখনী সুন্নী সমাজ তথা বিশ্বমুসলিম জাতির জন্য আলোকবর্তিকা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবতরণিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের উপর তথ্য সম্বলিত বিশদ বর্ণনা রয়েছে। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক, সাংসারিক ও ব্যক্তিগত জীবন এমনকি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনা রয়েছে। যে কোন দেশে পিতা-মাতা পরিবারের সর্বোত্তম সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে গণ্য হয়ে থাকেন।পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে হোক বা মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে হোক, প্রচলিত দেশাচারের ভিত্তিতে পিতা- মাতার মধ্য হতে যে কোন একজন পরিবারের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করে থাকেন আর সন্তান-সন্ততিদেরকে গণ্য করা হয় পরিবারের সভ্য হিসেবে। আবার পিতা-মাতা এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলাম সুনির্দিষ্ট কতগুলো অধিকার নির্ধারণ করেছে। কাজেই পিতা-মাতার আনুগত্য লাভের জন্য কতিপয় অধিকার সন্তান- সন্ততির উপর অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে পিতা-মাতার উপরও স্বীয় ছেলে-মেয়েদের প্রতিপালন ও তাদের অধিকার প্রতিষ্টার জন্য কতিপয় অধিকার আবশ্যিক বলে ঘোষিত হয়েছে।সুতরাং উভয় পক্ষের উচিত কুরআন হাদীছের আলোকে বর্ণিত অধিকারগুলো পুরোপুরিভাবে মেনে চলা এবং পরস্পর এ অধিকারগুলো ভোগ করার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, বিশ্ববরেণ্য আলেম, ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, হযরত মুফতী আহমদ রেযা খান বেরলভী রহমতুল্লাহে আলাইহি বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো দু'টি পুস্তিকা 'হকুকে ওয়ালেদাইন'ও 'হকুকে আওলাদ' প্রণয়ন করে

প্রশংসা কুড়িয়েছেন। মুলত এ দু'টি পুস্তিকা ইসলামের আলোকে পারিবারিক দায়িত্ব সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ উপমহাদেশে বিশেষ অবদান রেখেছে। এছাড়া বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত ও তুরস্ক হতে প্রকাশিত তাঁর অসংখ্য গ্রন্থাদি পাঠক মহলে অধিক সমাদর লাভ করেছে। তাই এ ধরনের পুস্তিকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে অনুবাদ কাজে হাত দিয়েছি।

প্রাগইসলামিক যুগে মানব জাতি ধর্মীয় অবনতি ও সামাজিক অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল।সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত। নারী নির্যাতন, নারী অপহরণ, নারী হত্যা, শিশু হত্যা ও শিশু নির্যাতন এ ধরনের অমানবিক আচরণ, নরপৈশাচিক কার্যকলাপের মত জঘন্যতম অপরাধ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংঘটিত হতো অহরহ।সদ্যভূমিষ্ঠ নবজাতক শিশুকে কেবল নারী হওয়ার অপরাধে কিংবা আর্থিক অনটনের কারণে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হতো। বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার পর্যন্ত ছিল ভূলুণ্ঠিত। জীবনের তখন কোন নিরাপত্তা ছিল না বললেই চলে। মোট কথা তখন মৌলিক অধিকার বা মানবাধিকার সমাজ থেকে নির্বাসিত ছিল। সেই সংকটময় যুগসন্ধিক্ষণে বিশ্বমানতার মুক্তির সনদ,ইসলামের প্রবর্তক হযরত আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তদানীন্তন পাপ পংকিল সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে উপহার দিয়েছিলেন মানবজাতিকে শোষণমুক্ত সমৃদ্ধ প্রগতিশীল এক সমাজ ব্যবস্থা, যা আজ গোটা বিশ্ববাসীর জন্য অনুপম আদর্শ হিসেবে চির ভাস্বর হয়ে রয়েছে। বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলাম আনীত আল্লাহ্ প্রদত্ত রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত সামাজিক মূল্যবোধ মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার।

ইদানীং জাতিসংঘের অন্তর্ভূক্ত সকল সদস্য রাষ্ট্র সমূহে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়ে আসছে। ১৯২৪সালে জেনেভায় গৃহীত হয়েছিল শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা, পরে ১৯৫৯সালে জাতিঘংঘ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয় এ অধিকার সম্বলিত ঘোষণা এবং প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে পালিত হয়ে থাকে 'বিশ্ব শিশু দিবস'। সাম্প্রতিককালে, জাতিসংঘ 'মাননাধিকার কমিশন' নামে জরিপ কমিটি গঠন করে এবং ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের প্রতিনিধিবর্গের সুপারিশক্রমে 'মানবাধিকার সনদ' নামে একটি আন্তর্জাতিক সনদ প্রকাশ করে। এরই ফলে আধুনিককালের বুদ্ধিজীবী মহলের বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে- এ

pdf By Syed Mostafa Sahib

অধিকারগুলো নিছক মানবরচিত। এগুলো পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণের চিন্তাধারা থেকে উৎসারিত। এ ব্যাপারে যেমন মনে করা হয়, ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স,ইংল্যান্ডের দার্শনিক জন লুক্‌ ও ফ্রান্স দার্শনিক রুশো প্রমুখ চিন্তাবিদগনের ধ্যান ধারণা থেকেই এসব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের ধ্যান ধারণা ভ্রান্ত, অমূলক ও ভিত্তিহীন। কেননা আজ থেকে ১৪০০বছর পূর্বে ইসলাম ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে কুরআন ও হাদীছের ঘোষণা ও ধারা সম্বলিত মানবাধিকার আর এ মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার বিশেষ করে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং বিশ্বমানবতার বিকাশের ক্ষেত্রে মহানবীর অবদান বিশ্বের ইতিহাসে চির ভাস্বর হয়ে রয়েছে।

ইহয়াউল উলুম, আইনুল ইলম, মুদখাল, কিমিয়ায়ে সাদাত, জখিরাতুল মুলুক ইত্যাদি গ্রন্থসমুহে এ সকল অধিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

অতএব, মাত-পিতার উপর শিশুদের দায়িত্ব সচেতনতা এবং শিশুদের উপর মাতা- পিতার অধিকার সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ পুস্তিকার অনুবাদ আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। আল্লাহ পাকের দরবারে কামনা করি, আমাদের অভিভাবক মহল ও ছাত্র মহল এ ক্ষুদ্র পুস্তিকা দ্বারা দায়িত্ব সচেতন হবেন। আমিন।

- অনুবাদক

মাতা-পিতার হক

পবিত্র কুরআনের আলোকে ঃ

আয়াত (১)

আল্লাহতা'লা স্বীয় কালামে পাকে ইরশাদ করেন -

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَاتَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَّلَاتَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا (پ ١٥ ع ٣)

এবং তোমার রব নিদের্শ দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র তারঁই ইবাদত কর এবং মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার কর । যদি উভয়ই কিংবা তাঁদের একজন তোমাদের সম্মুখে বৃদ্ধ হয়ে পড়েন (অর্থাৎ এমন দুর্বল হয়ে পড়েন যে তাঁর শরীরে কোন শক্তি না থাকে,যেমনি শৈশবকালে ছিলনা কোন শক্তি।)তুমি তাঁদের প্রতি এমন কিছু বলোনা । (অর্থাৎ তুমি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে এমন কোন শব্দ মুখে উচ্চারিত করনা যদ্ধারা তাঁরা ব্যথিত হন।এবং তাঁদের সাথে উচ্চঃস্বরে কথা বলোনা,বরং শ্রদ্ধার সাথে কথা বলো,মার্জিত ও ভদ্রতার সূরে তাঁদেরকে সম্বোধন কর)এবং তাঁদের সম্মানার্থে নম্রতার বাহু অবনমিত কর মমতাবশে। অর্থাৎ- তোমরা নম্রতা ও বিনয়ের সাথে তাঁদের নিকট এগিয়ে এস এবং তাঁদের দুঃখ ও কষ্টের সময় আন্তরিকতা ও ভালবাসা সহকারে সেবা কর। কারণ তাঁরাই তোমার কষ্টের সময় আদর ও স্নেহের সাথে লালন পালন করেছিলেন এবং যা কিছু

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁদের জন্য প্রয়োজন হয়, তা ব্যয় করার ব্যাপারে কোন প্রকার কৃপণতা কর না এবং প্রার্থনা কর,হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাঁদের উপর অনুগ্রহ কর, যেমনি শৈশবকালে তাঁরা আমাকে লালন পালন করেছিলেন। মূল কথা হলো- পৃথিবীতে যতই বেশী মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা হোক না কেন, তাঁদের ইহসান বা আদরের হক পরিশোধ হবে না।

তাই আল্লাহ তা'লার দরবারে রহমত ও অনুগ্রহের প্রার্থনা করা বান্দাদের উপর একান্ত অপরিহার্য। আর মহান আল্লাহর দরবারে এ আরজ করাই উচিত- হে আমার প্রভূ! আমার খেদমত বা সেবামূলক কাজসমুহ তাঁদের ইহসান বা অনুগ্রহের বিনিময় হতে পারে না। কাজেই তুমি তাঁদের উপর অনুগ্রহ কর, যা তাঁদের ইহসানের বিনিময় হবে।

আয়াতে প্রতিফলিত বিষয়সমূহ

১. মাতা-পিতার নাম ধরে তাঁদেরকে আহবান কর না, কেননা এটা আদবের বরখেলাপ এবং এতে তাঁদের মন ক্ষুন্ন হয়। তবে তাঁদের অনুপস্থিতিতে নামোল্লেখ করা বৈধ।

২. মাতা-পিতার সাথে এমনভাবে কথাবার্তা বলতে হবে, যেমন গোলাম কিংবা খাদেম স্বীয় মনিবের সাথে কথাবার্তা বলে থাকে।

৩. رَبِّ ارْحَمْهُمَا الخ আল্লাহ তা'আর এ বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানের জন্য রহমত ও মাগফেরাত কামনা করা জায়েয এবং তাতে সে লাভবান হয়। উল্লেখ্য যে, ইসালে সাওয়াবের মধ্যেও মৃতদের রূহের জন্য বরকত কামনা করা হয়।(তাদের আত্মার মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করা হয়।)কাজেই এ আয়াতেই এবিষয়ের (ইসালে সাওয়াব) মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

৪. মাত-পিতা উভয়ই কাফির হলে তাঁদের হেদায়ত ও ঈমানের তৌফিকের জন্য দুআ করতে হবে। আর এটাই হবে তাদেঁর জন্য রহমত। (কানযুল ঈমান ও তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান)

আয়াত নং (২)

আল্লাহ তা'আলা বনি ইসরাইলকে তাদের প্রদত্ত অঙ্গীকারের কথা স্বরণ করাতে গিয়ে ইরশাদ করেন- ২

وَاِذْاَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ لَاتَعْبُدُوْنَ اِلَّااللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

(البقرة پ١ع١٠)

"এবং যখন আমি বনি ইসরাইল থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কর না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।"

এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আপন ইবাদতের নির্দেশ প্রদানের পর মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এতে বুঝা যায়-মাতা পিতার খেদমত বা সেবা-যত্ন করা অতীব জরুরী। পিতার সাথে সদাচরণের অর্থ এই যে, এমন কোন কথা বলবে না এবং এমন কোন কাজ করবে না, যাতে তাঁদের মনে কষ্ট পায় এবং স্বীয় শরীর ও সম্পদ দ্বারা তাঁদের সেবায় অবহেলা করবেনা । যখনই তাঁদের প্রয়োজন হয়, তাদের সমীপে উপস্থিত থাকবে।

কতিপয় মাসআলা

১.যদি মাতা-পিতা তাঁদের খেদমতের জন্য নফল ইবাদতসমূহ বর্জনের নির্দেশ দেন, তাহলে তাঁদের খেদমতই নফল ইবাদত অপেক্ষা অগ্রগণ্য।

২.মাতা-পিতার নির্দেশে ওয়াজিব ইবাদতসমূহ বর্জনীয় নয়। মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের কতিপয় নিয়মাবলী যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, নিম্মে তা লিপিবদ্ধ করা হলো।

১. গভীর অন্তঃস্থল থেকে তাঁদেরকে মুহাব্বত করা।
২. চলাফেরা, কথা-বার্তায় ও উঠা-বসায় নিষ্ঠার সাথে তাঁদের প্রতি আদব বজায় রাখা।
৩. তাঁদের প্রতি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা।
৪. তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মনে প্রাণে চেষ্টা করা
৫. তাদেঁর জন্য উত্তম মাল ব্যয় করা।
৬. তাঁদের তিরোধানের পর তাঁদের কৃত ওসীয়তসমূহ পালন করা।
৭.তাঁদের জন্য ফাতিহা, দান-সদকা ও তিলাওয়াতে কুরআন দ্বারা ইসালে সাওয়াব এর ব্যবস্থা করা।
৮.আল্লাহ তা'আর দরবারে তাঁদের মাগফিরাত কামনা করা।
৯. সপ্তাহান্তর তাঁদের কবর যিয়ারত করা। (তাফসীরে 'ফতহুল আজিজ' তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান)।

আয়াত নং (৩)

কুরআন শরীফের অন্যত্র মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখার জন্য জোর

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাগিদ ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

" এবং পৃথিবীতে তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। "

আয়াত নং (৪)

আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে মাতার সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করত ইরশাদ করেন - ৪

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۔ (پ ٢٦ ع ٢)

"আমি মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছি, তারা যেন আপন মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করে। তার মাতা তাকে বহু কষ্টের বিনিময়ে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং বহু কষ্ট সহ্য করে তিনি তাকে প্রসব করেছেন এবং তাকে লালন করেছেন (গর্ভাবস্থায় বোঝা বহন করে) এবং দুধ পান করান ত্রিশ মাস পর্যন্ত।

পিতা-মাতা সহিত সদাচরণের ব্যাপারটা কেবল বৈধ গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ, এমন যাতে না হয় যেন তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য কোন ভুল এবং শরীয়ত বিরোধী পদক্ষেপও বৈধ মনে করা হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআন শরীফের সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা বিদ্যমান।

আয়াত নং (৫)

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকে ইরশাদ ফরমান -

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ

আমি মানবজাতিকে জোর তাগিদ দিয়ে নির্দেশ দিয়েছি- তারা যেন আপন মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং যদি তারা তোমাদের ব্যাপারে চেষ্টা করে যে তোমরা আমার উপর অংশীদার সাব্যস্ত কর,যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই, তোমরা তাদের কথা মান্য কর না। (কানযুল ঈমান)

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, হযরত সা'দ বিন আবি

ওয়াক্কাছ (রাঃ) যিনি শীর্ষ স্থানীয় সাহাবাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি আপন মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। যখন তিনি ইসলাম ধর্ম কবূল করেন, তখন তাঁর মাতা হামনাহ বিনতে আবি সুফিয়ান বলেছিলেন,তুমি একি নতুন কাজ করছ? আল্লাহর শপথ! যতক্ষন পর্যন্ত তুমি একাজ থেকে ফিরে না আস, (অর্থাৎ ইসলাম থেকে বিমুখ না হও) ততক্ষন আমি পানি পান করবনা এবং কোন কিছু আহারও করব না। এমনকি, আমি মৃত্যুমুখে পতিত হবো। আর এটা চিরদিনের জন্য তোমার দুর্ণাম হবে এবং তোমাকে ডাকা হবে নিজ মাতার হন্তা হিসেবে । অতঃপর বৃদ্ধা অনশন করে এবং এক দিন একরাত পর্যন্ত সে পানিও পান করেনি এবং কোন আহার করেনি এবং কোন ছায়াতেও সে বসেনি। ফলে সে দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর আরো একদিন এক রাত অনুরূপভাবে কাটে। তখন হযরত সা'দ রাদি আল্লাহু আনহু তাঁর মাতার নিকট গিয়ে বলেন, যদি তোমার একশতটি প্রাণও থাকে, এবং একটা করে সব ক'টি প্রাণ নির্গত হয়, তবুও আমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবো না; তুমি আহার কর কিংবা নাই কর। যখন হযরত সা'দ (রাঃ) এর উক্তিতে তিনি নিরাশ হয়ে পড়েন, তখন তিনি পানাহার করতে থাকেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং পিতা -মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেন। তবে যদি তারা কুফরী ও শিরক কাজসমূহের হুকুম প্রদান করেন, তবে তা মান্য করা হবে না,কারণ খোদাদ্রোহী কাজে সৃষ্টিকূলের আনুগত্য কখনো বৈধ নয়। (তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান)

পবিত্র হাদীসের আলোকে

মাত-পিতার সাথে সদাচরণ এবং তাঁদের প্রতি কর্তব্য ও অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

হাদীস নং ১

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ اَنْفُهٗ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهٗ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهٗ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (مُسْلِم

pdf By Syed Mostafa Sakib

شَرِيْف ٣٤ ، مِشْكٰوة شَرِيْف ٤١٨)

বিশিষ্ট সাহাবী সায়্যদুনা হযরত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন, হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়াছেন, তার নাক ধূলিময় হোক, পুনরায় তার নাক ধুলিময় হোক, তার নাক ধুলিময় হোক। পুনরায় আরয করা গেল, ইয়া রসুলুল্লাহ! কোন্ ব্যক্তি? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আপন মাতা-পিতার উভয়কে কিংবা যে কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েছে.অতঃপর জান্নাতী হতে পারে নি। অর্থাৎ- তাদের খেদমত বা সেবা করে নি এবং এমন কোন ধরনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি, যাতে সে জান্নাতের অধিকারী হতে পারে। এ কঠোর হুমকি দ্বারা মাতা-পিতার অবাধ্য ছেলেমেয়েরা যেন শিক্ষা লাভ করে এবং তাদের অপকর্মের অশুভ পরিনতি সম্পর্কে সজাগ হয়।

হাদীস নং ২

وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِيَّاكُمْ وَعُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّ الْجَنَّةَ يُوْجَدُ رِيْحُهَا مِنْ مَسِيْرَةِ اَلْفِ عَامٍ وَلَا يَجِدُ عَاقٌّ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَلَا شَيْخٌ زَانٍ وَلَا جَارٌّهُ اِزَارَهُ خُيَلَاءَ اِنَّ الْكِبْرِيَاءَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ (تفسيرمدأرك ج۔ ٣١٨٢ احياء الكتب مصر)

মানবতার মুক্তির সনদ,হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তোমরা মাতা-পিতার অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক। কারণ বেহেশ্তের সুগন্ধি সহস্র বছরের পথ পর্যন্ত পৌছে এবং মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান সন্ততিগণ সে সুগন্ধির ঘ্রাণ নিতে পারে না এবং অনুরূপ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, দম্ভ ও অহমিকায় পায়ের গিরের নীচে কাপড় পরিধানকারীরাও বেহেশ্তের সুগন্ধি পাবে না। অতঃপর হুযুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, নিশ্চয় গর্ব ও অহংকার একমাত্র আল্লাহরই জন্য প্রযোজ্য।

হাদীস নং ৩

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ

الْكَبَائِرِ اَنْ يَّشْتِمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَشْتِمُ اُمَّهُ (بُخَارِى مُسْلِمْ تِرْمِذِىْ ٢٢٢)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে এটাই অন্যতম যে, নিজ মাতা-পিতাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা। সাহাবাগণ আরয করেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ! মানুষ কি নিজ মাতা-পিতাকে গালি দেয়? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, হ্যাঁ যে ব্যক্তি অন্যজনের মাতা-পিতাকে গালি প্রদান করে, সে যেন নিজ মাতা-পিতাকে গালিগালাজ করল। (মিশকাত শরীফ, ৪১৯)

হাদীস নং ৪

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَّ فِيْهِنَّ۔ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ (تِرْمِذِىْ ج ١٨٢)

হযরত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-তিন প্রকারের দু'আ আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য-মজলুমের (নির্যাতিত)বদদুআ,মুসাফিরের (পথিক) বদদুআ, স্বীয় সন্তান-সন্ততির জন্য মাতা-পিতার বদদুআ। সুতরাং প্রত্যক সন্তান-সন্ততির পক্ষে এমন আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত, যার কারণে পিতা-মাতা স্বীয় ছেলেমেয়েদের প্রতি বদদুআ প্রদান করতে বাধ্য হন এবং যতদূর সম্ভব পিতা-মাতাকেও তাদের প্রতি বদদুআ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

হাদীস নং ৫

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً قَالُوْا وَاِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

أَطْيَبُ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىْ فِىْ شُعْبِ الْاِيْمَانِ مِشْكٰوةِ ٤٢١)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যে নেক্কার ছেলে নিজ মাতা-পিতার রহমত ও আন্তরিকতার দৃষ্টিতে একবার তাকাবে, আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে তার জন্য একটি মাবরুর হজ্বের (মকবুল হজ্বের) ছওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি উক্ত ব্যক্তি দৈনন্দিন একশত বার তাকায়, তাহলে? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ! আল্লাহ তা'য়ালা সুমহান ও বড় করুণাময়।

হাদীস নং ৬

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَبَائِرُ الْاِ شْرَاكُ بِا اللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوْسُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىْ)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- ১. আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা। ২. মাতা-পিতাকে অমান্য করা, ৩. অকারণে কোন জীবকে হত্যা করা এবং ৪. মিথ্যা শপথ করা, কবীরা গুণাহসমূহের মধ্যে অন্যতম।

হাদীস নং ৭

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا اَوْ قَتَلَهُ نَبِىٌّ اَوْ قَتَلَ اَحَدَ وَالِدَيْهِ وَالْمُصَوِّرُوْنَ وَعَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ (اخرجه البيهقى كذافى الدرالمنثور)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, হুযুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিবসে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক আযাবের অধিকারী, যে ব্যক্তি কোন নবীকে হত্যা করেছে অথবা কোন নবী তাকে হত্যা করেছে অথবা যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতাদ্বয়ের মধ্যে কোন

একজনকে হত্যা করেছে, ছবি অংকনকারী এবং এমন আলেমের উপরও কঠোর আযাব প্রদান করা হবে যিনি স্বীয় (অর্জিত) জ্ঞানদ্বারা উপকৃত হতে পারেন নি।

হাদীস নং ৮

عَنْ اَبِىْ رَازِيْنِ الْعُقَيْلِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىْ وَاَبُوْدَاوُدُ وَالنَّسَاىءِ وَكَذَافِى الْمِشْكٰوةِ)

হযরত আবু রাজীন ওকাইলী রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা তিনি রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আমার পিতা বড় বৃদ্ধ যিনি হজ্ব, উমরাহ ও ভ্রমণ করতে অপারগ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-তুমি নিজ পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব ও উমরাহ পালন কর।

হাদীস নং ৯

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِىْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ قَالَ لَا قَالَ وَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِرَّهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِىْ)

হযরত ইবনে উমর রাদি আল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি মহানবীর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি এক বিরাট অপরাধ করেছি। আমার তাওবা কি কবুল হবে? হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার মাতা আছে কি? বললেন, নেই। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার খালা আছে কি? আরয করলেন হ্যাঁ! হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন, তাঁর সাথে সদাচরণ কর।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মাতা ও খালার সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে অনেক পাপ মাফ হয়ে যায় এবং এর ফলে নেক কাজের তৌফিক মিলে।

হাদীস নং ১০

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَرَّ اَبَاهُ مَنْ حَدَّ اِلَيْهِ الطَّرْفَ (رواه البيهقى فى الشعب الايمان)

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-ঐ ব্যক্তি আপন পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করে না, যে ব্যক্তি পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় অর্থাৎ এমন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যাতে পিতা অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

হাদীস নং ১১

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّمُدَّ اللّٰهُ فِىْ عُمْرِهٖ وَيُزِيْدَ فِىْ رِزْقِهٖ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىْ كَذَافيالدر)

হযরত আনাস রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত-তিনি বলেন, হুযুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এটা চায় যে, আল্লাহ তা'আলা তার আয়ূষ্কালে বরকত দেন এবং তার রিযিক বাড়িয়ে দেন, তাহলে সেই ব্যক্তির উচিত সে যেন তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ভাব বজায় রাখে এবং স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে।

হাদীস নং ১২

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِفُّوْا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفُّ نِسَاءُكُمْ وَبَرُّوْا اٰبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ اَبْنَاءُكُمْ وَمَنْ اَتَاهُ اَخُوْهُ مُتَنَصِّلًا فَلْيَقْبَلْ ذٰلِكَ مِنْهُ مُحِقًّا كَانَ اَوْ مُبْطِلًا فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدْ عَلَىَّ الْحَوْضَ (اخرجه الحاكم فى المستدرك وصحح)

হযরত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা অন্য জনের স্ত্রী

হতে দূরে থেকে পবিত্র হও। এরূপ করলে তোমাদের স্ত্রীগণও পবিত্র থাকবে। তোমরা তোমাদের পিতাগণের সাথে সদাচরণ করো। এরূপ করলে তোমাদের সন্তানগণও তোমাদের সাথে সদাচরণ করবে। যে ব্যক্তির নিকট তার কোন ভাই ওজর বা আপত্তি নিয়ে আসে, তাহলে তার সেই ওজর বা আপত্তি গ্রহণ করা উচিত। সে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক কিংবা অন্যায়ের উপর। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ না করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ওজর কবুল না করে, তাহলে সে যেন আমার হাউজে কাওসার এর নিকট অবতরণ না করে অর্থাৎ আমার 'হাউজে কাউসার' এর পানি দ্বারা তৃষ্ণা মেটানোর কোন অধিকার তার নেই।

মাতা পিতার মধ্যে কার হক অধিক

সন্তান-সন্ততির উপর পিতার হক সবচেয়ে বেশী এবং মাতার হক তার চেয়েও অধিক। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন -

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۔

এবং মানবজাতিকে বারবার তাগিদ দিয়ে বলেছি, তারা যেন নিজ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তার মাতা তাকে সীমাহীন কষ্টে গর্ভে রেখেছেন এবং অনেক কষ্টের বিনিময়ে তাকে প্রসব করেছেন এবং তিনি গর্ভের বোঝা বহন করেছেন এবং দুধ পান করান ত্রিশ মাস পর্যন্ত।

এ পবিত্র আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত মাতা-পিতার উভয়ের হকের ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করতঃ বিশেষ করে মাতাকে স্বতন্ত্রভাবে পুনরুল্লেখ করেন। গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় এবং দু'বছর ধরে দুধ পান করার সময় তাঁর নিকট যে সব কষ্ট ও বিপদ এসেছে, মহান আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে তা বর্ণনা করেন। যার ফলে মাতার হক সর্বাধিক, মহান ও অগ্রজ হিসেবে পরিগণিত। অনুরূপভাবে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ۔

এবং আমি মানবজাতিকে নিজ পিতা-মাতার হক সম্পর্কে পুনঃতাগিদ দিয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপদেশ দিয়েছি-তার মাতা কষ্টের উপর কষ্ট স্বীকার করেও তাকে গর্ভে রেখেছেন এবং দু'বছর ধরে তাকে দুধ পান করিয়েছেন। অতএব তোমার পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (১)

এখানে মাতা-পিতার হকের কোন শেষ সীমা নির্ধারণ করেনি। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলার সুমহান হকের সাথে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ করা হয়েছে- 'আমার এবং তোমার পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' আলোচ্য আয়াতদ্বয় এবং অনুরূপ বর্ণিত অসংখ্য হাদীসসমূহ দ্বারা এটাই প্রমাণিত-মাতার হক পিতার হকের তুলনায় অধিক।

হাদীস নং (১)

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন -

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قُلْتُ اَىُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ قَالَ اُمُّهُ (رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَالْحَاكِمُ)

আমি হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছি-নারীদের উপর সর্বাধিক হক কার? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম উত্তরে বলেন, নিজ স্বামীর। আমি আবারও প্রশ্ন করলাম-পুরুষের উপর সর্বাধিক কার? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, নিজ মাতার।

হাদীস নং ২

হযরত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহু আনহু বলেন-

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِىْ فَقَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِىْ صَحِيْحِهِمَا)

(১) এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত সুফিয়ান বিন আইনা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, সে যেন আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। এবং যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর মাতা-পিতার জন্য প্রার্থনা করে, সে যেন মাতা-পিতার শুকরিয়া আদায় করে। (খাযাইনুল ইরফান)

একদা এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম! আমার উত্তম সাহচর্য ও সুসঙ্গের ব্যাপারে কোন্ ব্যক্তি সর্বাধিক হকদার ? হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন, তোমার মাতা। উক্ত ব্যক্তি পুনরায় আরয করলেন, অতঃপর কোন্ ব্যক্তি সর্বাধিক হকদার? হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন, তোমার মাতা। উক্ত ব্যক্তি আবারও আরয করলেন, অতঃপর কোন ব্যক্তি সর্বাধিক হকদার? হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম উত্তরে বলেন, তোমার মাতা। উক্ত ব্যক্তি পুনরায় আরয করলেন, অতঃপর কোন ব্যক্তি সর্বাধিক হকদার? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম প্রত্যুত্তরে বলেন, তোমার পিতা।

হাদীস নং (৩)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন -

اُوْصِى الرَّجُلَ بِاُمِّهٖ اُوْصِى الرَّجُلَ بِاُمِّهٖ اُوْصِى الرَّجُلَ بِاُمِّهٖ اُوْصِى الرَّجُلَ بِاَبِيْهِ (رَوَاهُ الْاِمَامُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِىْ فِى السُّنَنِ عَنْ اَبِىْ سَلاَمَه)

"আমি লোকদেরকে তাদের মাতার হকের ব্যাপারে পুনঃতাগিদ দিয়ে উপদেশ দিচ্ছি, আমি লোকদেরকে তাদের মাতার হকের ব্যাপারে পুনঃতাগিদ দিয়ে উপদেশ দিচ্ছি, আমি লোকদেরকে তাদের মাতার হকের ব্যাপারে বারংবার তাগিদ দিয়ে উপদেশ দিচ্ছি, আমি লোকদেরকে তাদের পিতার হকের ব্যাপারে ওসীয়ত করতেছি।"

কিন্তু এ 'অধিকতরের' অর্থ হচ্ছে মাতা-পিতা উভয়ের খেদমত করার ক্ষেত্রে পিতার উপর মাতাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। যেমন তোমার নিকট একশতটি টাকা আছে, যদি মাতাকে অগ্রাধিকার প্রদানে বাধাপ্রদানকারী কোন বিশেষ কারণ না থাকে, তাহলে পিতাকে পঁচিশ টাকা প্রদান করবে এবং মাতাকে প্রদান করবে ৭৫ টাকা। অথবা মাতা-পিতা উভয়েই এক সঙ্গে পানি খুঁজলে প্রথমে মাতাকে এবং পরে পিতাকে পান করাবে। অথবা উভয়জনই সফর থেকে আগমন করলে, প্রথম মাতার খেদমত করবে, অতঃপর পিতার খেদমত করবে। তবে যদি দু'জনের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্য থাকে, তাহলে মা'জাল্লাহ মাতার পক্ষ হয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পিতাকে কষ্ট প্রদানে উঠে পড়ে লেগে থাকা বা পিতার প্রতি কর্কশ ভাষা ব্যবহার করা বা তার মুখে মুখে উত্তর প্রদান করা বা বেআদবীর সাথে চোখ তুলে কথা বলা- এ সব আচরণ অবৈধ ও নিষিদ্ধ। আল্লাহর অবাধ্যতায় মাতা-পিতার কারো অনুসরণ করতে নেই। মোট কথা, মাতা-পিতার মধ্যে যে কোন একজনের সাথে ওইরূপ আচরণ করা অবৈধ। এঁরা দু'জনই তার জন্য জান্নাত ও দোযখের কারণ। যে এ দু'জনের মধ্যে কাউকে কষ্ট দেবে, সে (কষ্টদানকারী) নরকের অধিকারী হবে।

'স্রষ্টার অবাধ্যতায় কারো অনুসরণ করতে নেই।' যদি কোন মাতা পিতাকে কষ্ট দিতে চান, আর ছেলেকেও এতে জড়াতে চান, তাহলে ছেলে তা অমান্য করবে। এতে মাতা রাগ করলে, তাকে (মাতাকে) রাগ্ হতে দাও, তবুও তাঁর কথা (পিতাকে কষ্ট প্রদান) গ্রহণ করো না। অনুরূপ পিতার কথাও মাতার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের প্রতি এ ধরণের আচরণ ভদ্রতা বিবর্জিত। এতে তারা আল্লাহর নাফরমানীই কামনা করে। আমাদের শ্রদ্ধেয় আলেমগণ মীমাংসা করে দিয়েছেন যে, খেদমত ও সেবা করার দিক দিয়ে মাতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, এ সম্পর্কে অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছি আর সম্মান ও শ্রদ্ধার দিক দিয়ে পিতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, কেননা, পিতা হলেন মাতার শাসক ও রক্ষক।

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর হক

১. মাতা-পিতার মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো- তাঁদের জানাযা প্রস্তুতকরণ, গোসল, নামায, কাফন, দাফন ইত্যাদি কার্যাদি সম্পন্ন করা, এ কাজসমূহের ক্ষেত্রে অতি যত্নসহকারে সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ পালন করা, যাতে তাদের জন্য সকল সৌন্দর্য, বরকত, রহমত ও উন্নতি লাভে সহায়ক হয়।

২. মৃত্যুর পর মাতা-পিতার প্রতি এটাও কর্তব্য যে, বিনা অলসতায় তাঁদের জন্য সদা সর্বদা দুআ ও ইস্তেগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৩. মৃত্যুর পর মাতা-পিতার প্রতি এটাও কর্তব্য যে সদকা, খয়রাত ও নেক কাজসমূহের সাওয়াব তাঁদের নিকট পৌছাতে থাকা। সাধ্যমতে এ ধরণের কাজে সংকোচন না করা। স্বীয় নামাযের সাথে তাঁদের জন্যও নামায পড়া। স্বীয় রোযার সাথে তাঁদের জন্য রোযা রাখা। যত নেক কাজ সম্পাদন করা হবে, তার সাওয়াব তাঁদের প্রতি এবং সকল মুসলমানদের প্রতি প্রেরণ করা। এতে সকলের নিকট

সাওয়াব পৌছবে এবং সাওয়াবের মধ্যে বিন্দুমাত্র কোন কম হবে না। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

৪. তাঁদের উপর যদি কারো কর্জ থাকে, তাহলে শীঘ্র তা পরিশোধ করার জন্য চেষ্টা করা এবং স্বীয় সম্পদ হতে তাঁদের কর্জ পরিশোধ করাকে উভয় জাহানের সৌভাগ্য মনে করা। যদি নিজের সামর্থ না থাকে, তাহলে পরম প্রিয় আত্মীয়-স্বজন, অতঃপর অন্যান্য শুভাকাঙ্খীর নিকট থেকে কর্জ পরিশোধ করার জন্য সাহায্য কামনা কর।

৫. যদি তাঁদের উপর কোন ফরজ কাজ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সাধ্য মোতাবেক তা পালন করার জন্য চেষ্টা করা। যদি তারা হজ্জব্রত পালন না করেন, তাহলে তাঁদের পক্ষ থেকে নিজে হজ্জ পালন করা, কিংবা বিনিময় হজ্জ করা। যদি তাঁদের উপর যাকাত কিংবা ওশর বাকী থাকে, তাহলে সেটা আদায় করা। আর যদি তাঁদের উপর নামায কিংবা রোযা অনাদায়ী থাকে, তাহলে তার কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) আদায় করা এভাবে তাঁদেরকে দায়মুক্ত করার চেষ্টা করা।

৬. তারা নিজ সন্তান সন্ততিদেরকে যে সকল শরীয়ত সম্মত বৈধ ওসীয়ত করেছেন, যথাসম্ভব তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে, যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে নিজেদের উপর তা দায়িত্ব ও কর্তব্য নয়, যদিও তা নিজের উপর বোঝা হোক না কেন। উদাহরণস্বরূপ- যদি তিনি স্বীয় প্রিয়ভাজন লা-ওয়ারিশ কিংবা কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে অর্ধেক সম্পত্তি প্রদানের ওসীয়ত করেন, তাহলে শরীয়তের আলোকে এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত সম্পত্তির মধ্যে ওয়ারীশানের অনুমতি ব্যতিরেকেও এ ওসীয়ত কার্যকর হবে না। কিন্তু সন্তান-সন্ততিদের উচিত- তাঁদের ওসীয়ত যেন পালন করে এবং নিজ ইচ্ছার চেয়ে তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জন করাকে যেন অগ্রাধিকার বলে মনে করে।

৭. তাঁদের তিরোধানের পরও তাঁদের কৃত শপথ ঠিকভাবে পালন করা। যেমন- কারো মাতা-পিতা শপথ করল-আমার ছেলে অমুক জায়গায় যেতে পারবে না, অথবা অমুক ব্যক্তির সাথে মিলিত হবে না, অথবা অমুক কাজটি সম্পাদন করবে। অতএব, তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের এ ধরণের শপথ তেমনিভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে, যেমনিভাবে তাঁদের জীবদ্দশায় পালন করে থাকতো। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের বাঁধা বিপত্তি থাকবে না এবং তাঁদের উপর কোন রকম শপথ ঝুলন্ত না থাকে, তাঁদের তিরোধানের পরও সকল বৈধ কাজসমূহের ব্যাপারে তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. প্রতি শুক্রবার (জুমাবার) তাঁদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করা এবং তথায় এমন স্বরে সূরা ইয়াছিন শরীফ পাঠ করা যাতে তারা যেন শুনতে পান এবং এর সাওয়াব তাঁদের আত্মার নিকট পৌছে দেয়া। পথের মধ্যে তাঁদের কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমন করলে বিনা সালাম ও বিনা ফাতিহা পাঠ যেন অতিক্রম না করা।

৯. তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে আজীবন সদ্ভাব বজায় রাখা।

১০. তাঁদের বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা, সব সময় তাঁদেরকে সম্মান করা।

১১. কোন সময় কারো মাতা-পিতাকে অশালীন ভাষায় গালি দেওয়ার দরুণ তাঁদেরকে (অর্থাৎ-নিজ মাতা-পিতাকে) গালি না শুনানো।

১২. মৃত্যুর পর মাতা-পিতার প্রতি এ কর্তব্যটি সর্বাধিক, সার্বজনীন ও চিরন্তন যে, কখনো তোমরা কোন পাপ কাজ করে তাঁদেরকে কবরের মধ্যে কষ্ট দিওনা। কারণ, মাতা-পিতার নিকট তোমাদের যাবতীয় কর্মের সংবাদ পৌছে থাকে। যখন তাঁরা তোমাদের নেক কাজ প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁরা আনন্দে পুলকিত হন আর যখন তাঁরা তোমাদের পাপ কাজ অবলোকন করেন, তখন তাঁরা ব্যথিত হন, তাঁদের মুখাবয়ব মলিন হয় এবং তাঁরা মনে দুঃখ পায়। কবরের মধ্যে মাতা-পিতাকে কষ্ট প্রদান করা ছেলেমেয়েদের জন্য অনুচিত।

আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর সদকায় আমাদের সকল মুসলমানদেরকে নেক কাজের তৌফিক দান করুন। পাপ কাজ থেকে রক্ষা করুন। আমাদের পূর্ব পুরুষদের কবরসমূহকে আলোকিত করুন, তাঁদের আত্মাসমূহকে শান্তিতে রাখুন। আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশীল, আর আমরা দূর্বল ও পরাভূত। তুমি ধনী আর আমরা তোমার দরবারের ভিখারী।

এবার এমন কতিপয় হাদীস বিধৃত করা হচ্ছে, যেগুলো থেকে উপরোক্ত বিধি-বিধান নিঃসৃত।

হাদীস নং (১)

একদা জনৈক আনসারী সাহাবী রাদি আল্লাহু আনহু হুযূর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম! মাতা-পিতার তিরোধানের পর তাঁদের সাথে

সদাচরণ করার কোন পন্থা বাকী আছে কি? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম উত্তরে বলেন -

نَعَمْ أَرْبَعَةٌ اَلصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِ هِمَا وَاِكْرَامُ صِدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِى لَا رَحِمَ لَكَ اِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا فَهٰذَا الَّذِ ىْ بَقِىَ بِرِّهِمَا بَعْدِ مَوْتِهِمَا ،

-হ্যাঁ, চারটি পন্থা রয়েছে, তাঁদের জন্য নামায পড়া, তাঁদের জন্য দুআ করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাঁদের তিরোধানের পর তাঁদের প্রতিশ্রুত ওসীয়ত কার্যকর করা, তাঁদের বন্ধুমহলের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা, শুধুমাত্র তাঁদের পক্ষ হতে যারা আত্মীয় হিসেবে মনোনীত, তাঁদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা, তাঁদের তিরোধানের পরও তাঁদের সাথে সদ্ভাব বহাল রাখা।

হাদীস নং (২)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

اِسْتِغْفَارُ الْوَلَدِ لِاَبِيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ الْبِرِّ (ابن النجار)

- পিতার তিরোধানের পর সন্তান-সন্ততিগণ তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাই মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করার অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস নং (৩)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ঘোষণা করেন-

اِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الدُّعَاءَ لِلْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهُ يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّزْقُ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ فى التاريخ والديلمى عن انس ابن مالك رض)

- মানুষ যখন মাতা-পিতার জন্য দু'আ করা থেকে বিরত থাকে, তখন তার রিজিক বন্ধ হয়ে যায়।

হাদীস নং (৪/৫)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

اِذَا تَصَدَّقَ اَحَدُكُمْ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا فَلْيَجْعَلْهَا عَنْ اَبَوَيْهِ فَيَكُوْنَ لَهُمَا اَجْرُهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا (رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ فِى الْاَوْسَطِ وَابْنِ عَسَاكِر

pdf By Syed Mostafa Sakib

والديلمى فى مسند الفردوس برواية عبد الله بن عمرو وعن معاويه بن عبيدة رض)

যখন তোমাদের কেউ নফল সদকা প্রদান করে, তখন এ সদকা তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে প্রদান করাই উচিত। এ সদকার ছাওয়াব উভয়ের নিকট পৌছবে। বিন্দুমাত্র তার ছাওয়াব হ্রাস পাবে না।

হাদীস নং (৬)

একদা জনৈক সাহাবী রাদি আল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর সমীপে হাজির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ! আমি আমার মাতা-পিতার জীবদ্দশায় তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতাম, এখন তাঁরা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এখন তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহারের কোন পন্থা আছে কি ? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম প্রত্যুত্তরে বলেন-

اِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْمَوْتِ اَنْ تُصَلِّىَ لَهُمَا مَعَ صَلٰوَاتِكَ وَتَصُوْمَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ (رواه الدارقطنى)

- মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার পন্থা এই যে, তোমার নামাযের সাথে তাঁদের জন্যও নামায পড় এবং তোমার রোজার সাথে তাঁদের জন্যও রোযা রাখ। অর্থাৎ যদি তুমি সাওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য নফল নামায পড়, কিংবা রোযা রাখ, তাহলে তাঁদের পক্ষ থেকেও কিছু নফল নামায পড়, তবে তাঁদের নিকট এ সাওয়াব পৌছবে, অথবা নামায, রোযা ও তোমার সম্পাদিত সকল নেক কাজসমূহের সাওয়াব তাঁদের নিকট পৌছার নিয়ত কর, তাঁদের নিকট এ সাওয়াব (অবশ্যই) পৌছবে, আর তোমার এ সাওয়াব কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না।

মুহীত 'তাতার খানিয়া' ও 'রাদ্দুল মুহতার' নামক গ্রন্থে বিধৃত আছে -

اَلْاَفْضَلُ لِمَنْ يَتَصَدَّقُ نَفْلًا اَنْ يَّنْوِىَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لِاَنَّهَا تَصِلُ اِلَيْهِمْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئٌ-

যে ব্যক্তি নফল সদকা প্রদান করতে চায়, তার জন্য এটা উত্তম, সে যেন সকল মুমিন নর-নারীর জন্য নিয়ত করে, কারণ এ সাওয়াব তাদের নিকট অবশ্যই

পৌছবে আর এ সাওয়াব বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না।

হাদীস নং (৭)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমান-

مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيْهِ اَوْقَضٰى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بَعَثَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَعَ الْاَبْرَارِ رواه الطبرانى فى الاوسط والدار قطنى فى السنن عَنْ اِبْنِ عَبَّاس رض

যে ব্যক্তি মাতা-পিতার পক্ষ থেকে হজ্বব্রত পালন করে, কিংবা তাদের ঋণ পরিশোধ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নেককারগণের সাথে প্রেরণ করবেন।

হাদীস নং (৮)

আমীরুল মু'মেনীন উমর ফারুক রাদি আল্লাহু আনহু-এর উপর আশি হাজার কর্জ ছিল, মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় সাহেবজাদা হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)'কে ডেকে বলেন -

بَايِعْ فِيْهَا اَمْوَالَ عُمَرَ فَاِنْ وَفَتْ وَاِلَّا فَسَلْ بَنِىْ عَدِىٍّ فَاِنْ وَفَتْ فَسَلْ قُرَيْشًا وَلَاتَعْدُ عَنْهُمْ (رَوَاهُ اِبْنِ سَعْد فى الطبقات عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عُرْوَةَ)

আমার কর্জ পরিশোধের জন্য প্রথমে আমার মাল বিক্রি করবে, যদি এতে আদায় হয়, তাহলে ভাল কথা, অন্যথায় আমার গোত্র বনু আদীর নিকট ভিক্ষা করে পরিশোধ করবে। যদি এতে কর্জ পরিশোধ না হয়, তাহলে কুরাইশদের নিকট ভিক্ষা করবে। অতঃপর উক্ত সাহেবজাদাকে বলেন, তুমি আমার কর্জের জামিন হও, তিনি জামিন হলেন এবং আমীরুল মুমেনীনকে দাফন করার পূর্বে শীর্ষ স্থানীয় মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণকে সাক্ষ্য বানালেন যে, তাঁর ঐ আশি হাজার কর্জের জিম্মাদার তিনি। এক সপ্তাহ অতিবাহিত হতে না হতে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) সকল কর্জ পরিশোধ করলেন।

হাদীস নং (৯)

জোহাইনা গোত্রের একজন মহিলা হুযূর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম! আমার মাতা হজ্বব্রত পালনের মানত করেছিলেন,তিনি হজ্ব আদায় করতে পারেননি, তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর পক্ষ থেকে আমি কি হজ্ব করব?

pdf By Syed Mostafa Sakib

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম উত্তরে বলেন -

نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا اَرَأَيْتِ لَوْكَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَاضِيَةً اِقْضُوا اللّٰهَ فَاللّٰهُ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخارى عن ابن عباس رض)

হ্যাঁ, তাঁর পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় কর। দেখ, তোমার মাতার উপর কোন কর্জ থাকলে, পরিশোধ করতে না? তদ্রূপ আল্লাহর ঋণ পরিশোধ কর, কেননা আল্লাহর ঋণ পূরণ করা সর্বাগ্রগণ্য।

হাদীস নং (১০)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমান -

اِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ تُقُبِّلَ مِنْهُ وَمِنْهُمَا وَاسْتَبْشَرَتْ بِهٖ اَرْوَاحُهُمَا فِى السَّمَاءِ وَكُتِبَ عِنْدَ اللّٰهِ بَرًّا (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِى)

যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় মাত-পিতার পক্ষ থেকে হজ্বব্রত পালন করে,তাহলে ঐ হজ্ব তার এবং তাদের সকলের পক্ষ হতে কবুল করা হবে, আসমানের মধ্যে তাদের আত্মাসমূহ প্রফুল্ল হয় এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তাকে মাতা-পিতার সাথে সদাচরণকারী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে।

হাদীস (১১)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

مَنْ حَجَّ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَنْ اُمِّهٖ فَقَدْ قَضٰى عَنْهُ حَجَّةً وَكَانَ لَهٗ فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِى)

যে ব্যক্তি নিজ পিতা কিংবা মাতার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করে, তাঁদের পক্ষ থেকে তার হজ্ব আদায় হবে এবং সে ব্যক্তি দশটি হজ্বের সাওয়াব অতিরিক্ত পাবে।

হাদীস নং (১২)

হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

مَنْ بَرَّ قَسَمَهُمَا وَقَضٰى دَيْنَهُمَا وَلَمْ يَسْتَسِبَّ لَهُمَا كُتِبَ بَارًّا وَاِنْ كَانَ

عَاقًّا فِىْ حَيَاتِهٖ وَمَنْ لَمْ يَبِرَّ قَسَمَهُمَا وَيَقْضِ دَيْنَهُمَا وَاسْتَسَبَّ لَهُمَا كُتِبَ عَاقًّا وَاِنْ كَانَ بَارًّا فِىْ حَيَاتِهٖ (رواه الطبرانى فى الاوسط عن عبد الرحمٰن بن سمرة رض)

যে ব্যক্তি নিজ মাতা-পিতার তিরোধানের পর তাঁদের শপথ পূরণ করবে,তাঁদের কর্জ পরিশোধ করবে এবং কারো মাতা- পিতাকে অশালীন ভাষায় গালি প্রদান করতঃ তাদেরকেও গালি না শুনাবে, তাহলে তাকে মাতা পিতার সাথে সদাচরণকারী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে, যদিও সে জীবদ্দশায় নাফরমান ছিল এবং যে ব্যক্তি তাদেঁর শপথ পূরণ না করে, তাদেঁর ঋণ পরিশোধ না করে এবং অন্যজনের মাতা-পিতাকে অশালীন ভাষায় গালি প্রদান করে তাদেরকেও গালি শুনাবে, তাহলে তাকে নাফরমান হিসেবে গণ্য করা হবে, যদিও সে জীবদ্দশায় সদাচরণকারী ছিল।

হাদীস নং (১৩)

হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ঘোষণা করেন -

مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا فِىْ كُلِّ يَوْمِ جُمْعَةٍ مَرَّةً غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ وَكُتِبَ بَرًّا (رَوَاهُ التِّرْمِذِى الحكيم فى النوار عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض)

যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার (জুমাবার) একবার নিজ মাতা-পিতা উভয়কে কিংবা কোন একজনের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হাজির হবে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা করবেন এবং তাকেও মাতা-পিতার সাথে সদাচরণকারী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে।

হাদীস নং ১৪/১৫

রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন -

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَقَرَأَ يٰسٓ غُفِرَ لَهٗ (اِبْنِ عَدِى عَنِ الصِّدِّيْقِ الْاَكْبَرِ رض)

যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার নিজ মাতা-পিতার উভয়ের কিংবা কোন এক জনের কবর যিয়ারত করবে এবং তাঁর নিকট সুরায়ে ইয়াসীন পাঠ করবে, আল্লাহ তা'লা তার গুনাহ ক্ষমা করবেন। অপর একটি হাদীসে বর্ণিত-

pdf By Syed Mostafa Sakib

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا فِىْ كُلِّ جُمْعَةٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُ يٰسِيْنَ غُفِرَلَهُ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا-

যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার নিজ মাতা-পিতা উভয়ের কিংবা কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে এবং তাঁর নিকট সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করবে, সূরা ইয়াসীনে যত অক্ষর রয়েছে তত পাপ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন।

হাদীস নং (১৬)

হযরত রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

مَنْ زَارَ قَبْرَاَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا اِحْتِسَاباً كَانَ كَعُدْلِ حَجَّةٍ مَبْرُوْرَةٍ وَمَنْ كَانَ زَوَّارًالَهُمَا زَارَتِ الْمَلٰئِكَةُ قَبْرَهُ (رَوَاهُ الْحَكِيْمِ التِّرْمِذِىْ وَابْنِ عَدِىْ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض)

যে ব্যক্তি ছওয়াব কামনার্থে নিজ মাতা-পিতা উভয়ের কিংবা কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে, তাহলে সে হজ্বে মবরুর (মকবুল হজ্ব) পরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে, আর যে ব্যক্তি অধিকভাবে মাতা-পিতা উভয়ের কবর যিয়ারত করবে, তাহলে ফেরেশতাগণ তার কবর যিয়ারতের জন্য আগমন করেন।

হেকায়ত

প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ইবনে জওযী 'উয়নুল হিকায়াত' নামক গ্রন্থে নিজ সনদ সহকারে মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস ওয়াররাক এর নিকট থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নিজ ছেলের সাথে সফরে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তার পিতার মৃত্যু ঘটে। ঐ স্থানটি ছিল তেতুল বৃক্ষের জঙ্গল। জঙ্গলের বৃক্ষ সমূহের নীচে তাঁকে দাফন করে ছেলেটি যেখানে যাবার উদ্দেশ্যে ছিল, সেখানে চলে গেল। ফিরে আসার পথে রাত্রে সে ঐ স্থানে পৌছলে পিতার কবরের পার্শ্বে গেলনা। হঠাৎ শুনতে পেল, কে যেন বলছে, 'আমি তোমাকে দেখেছি যে, তুমি রাত্রে ঐ জঙ্গলের পার্শ্ব দিয়ে চলে যাচ্ছ এবং তোমার পিতা-ঐ তেতুল বৃক্ষের তলে পতিত। তার সাথে কথা বলাও নিজ কর্তব্য বলে মনে করনি। অথচ তিনি এ বৃক্ষের নীচে অবস্থান করছেন। যদি তুমি তাঁর স্থলে থাকতে এবং তিনি সে খান দিয়ে গমন করতেন, তাহলে সে যাওয়ার পথে রাস্তা থেকে ফিরে এসে তোমার কবরের উপর শান্তি কামনা করতেন।

হাদীস নং (১৭)

হুযূর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন-

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّصِلَ اَبَاهُ فِىْ قَبْرِهٖ فَلْيَصِلْ اِخْوَانَ اَبِيْهِ مِنْ بَعْدِهٖ (اَبُوْ يَعْلٰى وَابْنِ حَبَّانَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض)

যে ব্যক্তি কবরের মধ্যে তার পিতার সাথে সদাচরণ করতে চায়, সে যেন তার পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনের সাথে সদ্ব্যবহার করে।

হাদীস নং (১৮)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

مِنَ الْبِرِّ اَنْ تَصِلَ صَدِيْقَ اَبِيْكَ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ فِى الْاَوْسَطِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض)

পিতার সাথে সদ্ব্যবহার হলো-তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা।

হাদীস নং (১৯)

হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ঘোষণা করেছেন-

اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ اَنْ يَّصِلَ الرَّجُلُ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ بَعْدَ اَنْ يُّوَلِّىَ الْاَبُ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبُخَارِىْ فِى الْاَدَبِ الْمُفْرَدِ وَمُسْلِمٌ فِىْ صَحِيْحِهٖ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىْ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض)

নিশ্চয় সেই ব্যক্তি পিতার সাথে উত্তম সদাচরণকারী, যে পিতার অনুপস্থিতিতে তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছে।

হাদীস নং (২০)

হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

اَحْفَظْ وُدَّ اَبِيْكَ لَاتَقْطَعْهُ فَيُطْفِئَ اللّٰهُ نُوْرَكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِىْ فِى الْاَدَبِ وَالطَّبْرَانِىْ فِى الْاَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِىْ فِى الشُّعَبِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض)

আপন পিতা-মাতার ভালবাসার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রেখো। কখনো এ ভালবাসা ছিন্ন করো না। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমার নূর নিভিয়ে দেবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং (২১)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَتُعْرَضُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَعَلَى الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَفْرَحُوْنَ بِحَسَنَاتِهِمْ وَتَزْدَادُ وُجُوْهُهُمْ بَيَاضًا وَاِشْرَاقًا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُؤْذُوْا مَوْتَاكُمْ - (رَوَاهُ الْاِمَامُ الْحَكِيْمُ عَنْ وَالِدِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ)

প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ তা'আলর নিকট স্বীয় বান্দাগণের যাবতীয় কাজসমূহ পেশ করা হয়। এবং প্রতি শুক্রবার নবীগন ও মাতা-পিতার সমীপেও সকল কাজসমূহ পেশ করা হয়। তাঁরা নেক কাজসমূহের উপর সন্তুষ্ট হন, ফলে তাঁদের মুখাবয়বের সৌন্দর্য ও চাকচিক্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর। এবং তোমরা পাপ কাজ সম্পাদন করে তোমাদের মৃতজনকে কষ্ট দিওনা।

মোট কথা-মাতা পিতার হক এটা নয় যে, মানুষ তাঁদের থেকে দায়মুক্ত হবেন। তাঁরা হলেন, তাদের জীবন ও অস্তিত্বের মূল কারণ। মানুষ যা কিছু ধর্মীয় ও পার্থিব নিয়ামত লাভ করে, তা একমাত্র পিতা-মাতার বদৌলতে লাভ করেছে। সব ধরনের নিয়ামত ও পূর্ণতা তো অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। আর এ অস্তিত্বের কারণের প্রেক্ষিতে কেবল মাতা-পিতার প্রতি সন্তান-সন্ততিদের উপর এক বিরাট মহান দায়িত্ব অর্পিত। সন্তান-সন্ততিগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে কখনো দায়মুক্ত নয়। মাতা-পিতার সাথে তাঁদের লালন পালনের প্রচেষ্টা, তাদের আরামের জন্য মাতা-পিতার কষ্ট ও যন্ত্রণাসমূহ, বিশেষ করে গর্ভে রাখার সময়, প্রসবের সময় এবং দুধ পানের সময় মায়ের কষ্টসমূহের কৃতজ্ঞতা কতটুকু আদায় করা যেতে পারে?

মূলকথা-মাথা-পিতা হলেন তাদের জন্য আল্লাহ ও তদীয় রসূলের ছায়ার মত এবং তাদের লালন-পালন ও কৃপার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজের হকের সাথে মাতা-পিতার হকের কথা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন-

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ (پ ٢١ ع - ١٢)

আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তোমার মাতা-পিতার।

হাদীস শরীফে বর্ণিত-একদা এক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম

এর নিকট হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম! এমন এক উত্তপ্ত গরম পাথরের রাস্তার উপর, যেখানে গোশত ফেললে, তা কাবাবে পরিণত হবে, সেই রাস্তা দিয়ে আমি আমার পিতা-মাতাকে ঘাড়ের উপর চড়িয়ে ছয় মাইল পর্যন্ত অতিক্রম করেছি, এবার তার হক কি আদায় হয়েছে? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

لَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ (اَلطَّبْرَانِىْ)

তোমার প্রসবকালে যে পরিমাণ কষ্ট ও ব্যথা তিনি সহ্য করেছেন, হয়তো এটা তাঁর সেই ব্যথা ও কষ্টসমূহের একটি হেঁচকার বদলা হতে পারে।

মাতা-পিতার অবাধ্যতার অশুভ পরিনতি

মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া বলতে বুঝায় মহাপরাক্রমশালী ও প্রতাপশালী আল্লাহ পাকেরই অবাধ্য হওয়া। মাতা-পিতার অসন্তুষ্টি মহামহিম আল্লাহরই অসন্তুষ্টি। যে ব্যক্তি স্বীয় মাতা-পিতাকে তুষ্ট করতে পারবে, সে বেহেশতের অধিকারী হবে। আর তাদেরকে যে অসন্তুষ্ট করবে, সে হবে নরকবাসী। যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তান-সন্ততি নিজ নিজ মাতা-পিতাকে তুষ্ট করতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সকল নেক কাজ তা ফরয কিংবা নফল হোক আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না। পরকালের শাস্তি ছাড়াও পার্থিব জীবনেও তার উপর নেমে আসবে কঠিন বিপদ ও বিপর্যয়। আল্লাহর পানাহ! মৃত্যুকালে তার কলেমা নসীব না হওয়ারও আশংকা রয়েছে।

১নং হাদীস

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

طَاعَةُ اللّٰهِ طَاعَةُ الْوَالِدِ وَمَعْصِيَةُ اللّٰهِ مَعْصِيَةُ الْوَالِدِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)

পিতার আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য। পিতার অবাধ্যতাই আল্লাহর অবাধ্যতা। (ইমাম তাবরানী (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।)

২ নং হাদীস

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

رِضَا اللّٰهِ فِىْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ اللّٰهِ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض)

pdf By Syed Mostafa Sakib

পিতার তুষ্টি সাধনে নিহিত রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (ইমাম তিরমিযী, ইবনে হিব্বান ও ইমাম হাকেম (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।)

৩নং হাদীস

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ (رَوَاهُ إِبْنِ مَاجَه عَنْ أَبِى أُمَامَةِ رض)

মাতা-পিতা তোমার স্বর্গ ও তোমার নরক। (ইমাম ইবনে মাজাহ (রাঃ) এ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন।)

৪নং হাদীস

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

اَلْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَاضِعْ ذَالِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْ (رَوَاه التِّرْمِذِى وَابْنُ حَبَّانَ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ٥

বেহেশতের দরজাসমূহের মধ্যে যেটি সর্ব মাঝখানে অবস্থিত, সেটা হলো পিতা, ইচ্ছে করলে তুমি এ দরজাটি নিজ হাতের নাগালের বাইরে রাখতে পার অথবা এ দরজার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পার। (ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে হিব্বান প্রমূখ বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৫নং হাদীস

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

ثَلٰثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوْثُ وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ (رَوَاهُ النَّسَائِىْ وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا)

তিন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (১) মাতা-পিতাকে অমান্যকারী (২) দয়ূছ (৩) পুরুষসুলভ নারী। (ইমাম নাসায়ী, ইমাম বাজ্জার ও ইমাম হাকেম প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।)

৬নং হাদীস

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

ثَلٰثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا عَاقٌّ وَمَنَّانٌ وَمُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ (رَوَاهُ إِبْنُ أَبِىْ عَاصِمٍ فِى السُّنَّةِ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ)

আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির ফরয কিংবা নফল ইবাদত কবুল করেন না। (১) মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান-সন্ততি। (২) পরোপকারিতা প্রদর্শনকারী (৩) ভালমন্দ ভাগ্য নির্ধারণকে অস্বীকারকারী। (ইবনে আবি আছেম (রাঃ) স্বীয় 'সুন্নাহ' এর মধ্যে আবু উমামা (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৭নং হাদীস

রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

كُلُّ الذُّنُوْبِ يُؤَخِّرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَاشَاءَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ إِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللّٰهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ والاصبهانى عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ٠

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যাবতীয় সকল পাপসমূহের শাস্তি বিলম্বে প্রদান করবেন, কিন্তু মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণের শাস্তি বিলম্বে প্রদান করবে না, আল্লাহ তা'আলা খুব শীঘ্রই পার্থিব জীবনে এর শাস্তি প্রদান করবেন। (ইমাম হাকেম, আল্লামা ইস্পেহানী ও ইমাম তাবরানী (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৮নং হাদীস

রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

اَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، اَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ

আমি কি তোমাদের এ কথা বলব না যে, মহাপাপ কোনটি? আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করাব না যে, সবচেয়ে বড় অপরাধ কোনটি? আমি কি তোমাদের অবগত করাব না, কবীরা গুণাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবীরা গুণাহ কোনটি? সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি বলুন, তিনি ইরশাদ করেন-

اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ٠

আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করা ও মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। (ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী (রাঃ) প্রমুখ হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) হতে এ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৯নং হাদীস

রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

مَلْعُوْنٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ مَلْعُوْنٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ مَلْعُوْنٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ

(رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ وَالْحَاكِمُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض)

অভিশপ্ত সেই লোকটি, যে স্বীয় মাতা-পিতাকে অমান্য করে, অভিশপ্ত সেই লোকটি যে স্বীয় মাতা-পিতাকে অমান্য করে। (ইমাম তাবরানী ও ইমাম হাকেম (রাঃ) বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।)

১০নং হাদীস ঃ

একদা জনৈক যুবক মৃত কষ্টে লিপ্ত ছিল। বার বার তাকে কালেমার তলকীন প্রদান করা সত্ত্বেও কালেমা উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এ কথা শুনে তার নিকট এসে বলল, বল! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে উত্তর দিল যে, আমি বলতে পারছি না, তিনি প্রশ্ন করেন, কেন ? প্রত্যুত্তরে বলা হয় যে, সে নিজ মাতার কথা অমান্য করত। দয়ালূ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম তৎক্ষণাত তার মাতাকে (যিনি স্বীয় ছেলের উপর ক্রোধান্বিত ছিলেন) ডেকে বললেন, এ যুবকটি কি তোমার সন্তান ? মাতা উত্তরে বলেন, হ্যাঁ! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন, আচ্ছা! যদি কোন স্থানে দাউ দাউ করে আগুন প্রজ্জলিত হয়, তখন কেউ তোমাকে বলল, আপনার ছেলে ঐ আগুনে জ্বলতেছে; আপনি যদি তার জন্য সুপারিশ করেন, তাহলে তাকে আগুন থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে; অন্যথায় তাকে অগ্নিদগ্ধ করা হবে, তখন কি আপনি তার জন্য সুপারিশ করবে না? মাতা আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি এ শর্তে সুপারিশ করব যেন আপনি আমার জন্য সুপারিশ করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন-তাহলে তুমি আল্লাহকে এবং আমাকে সাক্ষী রেখে বল যে, তুমি তার আচরণে সন্তুষ্ট। মাতা আরয করেন- হে দয়াময় খোদা! আমি নিজ সন্তানের উপর সন্তুষ্ট। অতঃপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম উক্ত যুবককে সম্বোধন করে বলেন, এবার তুমি পড়-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তার কোন শরীক বা অংশীদার নেই, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম।

যুবকটি এ কলেমাটি পাঠ করে ইহধাম ত্যাগ করে। রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْقَذَهُ بِىْ مِنَ النَّارِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ اَبِى الْوَافِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ)

(সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমার ওসীলায় তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন। (ইমাম তাবরানী (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।)

হযরত আওয়াম বিন হাউশব (রাঃ) ছিলেন প্রথিতযশা ও শীর্ষস্থানীয় তবে-তাবেয়ীনের মধ্যে অন্যতম। ১৪৮ হিজরীতে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি বলেছেন- একদা আমি কোন এক মহল্লায় গমন করেছিলাম। মহল্লার পাশে ছিল একটি কবরস্থান। আসরের সময় কবরস্থানের একটি কবর বিদীর্ণ হয়ে একটি লোক বের হয়। তার মাথা ছিল গাধার মত এবং শরীরের অবশিষ্ট অংশ ছিল মানবের ন্যায়। লোকটি গাধার ন্যায় তিনটি আওয়াজ করতঃ কবরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ সময় (কবরের পার্শ্বে) একজন বৃদ্ধা বসে বসে সূতা কাটার কাজে মগ্ন ছিলেন। তখন আর এক মহিলা আমাকে প্রশ্ন করেন- তুমি কি ঐ বৃদ্ধা মহিলাটিকে চিন ? আমি বললাম- কি ব্যাপার ? সে উত্তরে বলল- ইনি হলেন এ কবরওয়ালার মাতা। তার সন্তান মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল। যখন ছেলে সন্ধ্যা বেলায় মায়ের নিকট আসত, তখন মা তাকে উপদেশ দিতেন- হে বৎস! আল্লাহকে ভয় কর, কত দিন ধরে তুমি এ অপবিত্র বস্তু পান করতে থাকবে। মায়ের উপদেশ শুনে ক্ষুব্ধ স্বরে ছেলেটি গাধার ন্যায় গর্জন করতো। আসরের পর ছেলেটি মারা যায়। আর তখন থেকে প্রত্যহ আসরের পর উক্ত কবর বিদীর্ণ হয়ে সে উঠে এবং গাধার ন্যায় তিনটি আওয়াজ করতে থাকে, তারপর সে কবরের মধ্যে আবার লোকান্তরিত হয়ে যায়। (এ ঘটনাটি ইমাম ইস্পেহানী (রহঃ) প্রমূখ বর্ণনা করেছেন।)

মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ জিহাদ ও হিজরত অপেক্ষা উত্তম

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম মাতা-পিতার সাথে সদাচরণকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কিত কতিপয় হাদীছ পেশ করা গেল-

১। প্রখ্যাত ফেকাহবিদ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম!

اَیُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَی اللّٰهِ قَالَ اَلصَّلوٰةُ عَلٰی وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَیٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَیٌّ قَالَ اَلْجِهَادُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالشَّیْخَان وَاَبُوْدَاؤدَ وَالنَّسَائِیْ)

আল্লাহর নিকট কোন্ কাজটি অধিকতর প্রিয়? তিনি ইরশাদ করেন- যথাসময়ে নামায পড়া। আমি আরয করলাম, অতঃপর কোন্ কাজটি ? তিনি উত্তরে বলেন, মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। আমি আরয করলাম, অতঃপর কোন কাজটি ? তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ী প্রমূখ এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ এর অর্থ এ নয় যে, মাতা-পিতা যা নির্দেশ দিবেন তা পালন করবে তাদের নির্দেশ অমান্য করবে না, বরং এখানে এ অর্থও ধর্তব্য যে, সন্তান-সন্ততি এমন কোন কাজ সম্পাদন করবে না, যা মাতা-পিতার নিকট অপছন্দ মনে হয়। এ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ নির্দেশ না আসলেও তাদের সন্তুষ্টি অর্জন ও তাদের কথা মেনে চলা অবশ্যই কর্তব্য। তাদের মন ক্ষুন্ন করা ও তাদের অবাধ্য চলা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

২। সুপরিচিত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, একদা এক ব্যক্তি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর দরবারে হাজির হয়ে আরয করেন-

اُبَایِعُكَ عَلَی الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ اَبْتَغِی الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی قَالَ فَهَلْ مِنْ وَالِدَیْكَ اَحَدٌ حَیٌّ قَالَ نَعَمْ كِلَاهُمَا حَیٌّ قَالَ فَتَبْتَغِی الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْجِعْ اِلٰی وَالِدَیْكَ فَاَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا (اخرجه مسلم)

হিজরত ও জিহাদের ব্যাপারে আমি আপনার কাছে শপথ করছি এবং মহান রবের পক্ষ থেকে প্রতিদান লাভের আশা পোষণ করছি। রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসালাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কেউ জীবিত আছে কি? হাদীছ বর্ণনাকারী আরয করলেন, হ্যাঁ, ইয়া রসূলল্লাহ! উভয়েই জীবিত আছেন। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন, তুমি কি আল্লাহর নিকট প্রতিদান চাও? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, তখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন, তুমি আপন মাতা-পিতার নিকট গিয়ে তাদের সৎ সহচার্যে থাক। ইমাম মুসলিম (রাঃ) এ হাদীছটি বর্ণনা করেন।

৩। তাঁর নিকট হতে অপর একটি হাদীস বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন-

جِئْتُ اُبَایِعُكَ عَلَی الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ اَبْوَایَ یَبْكِیَانِ قَالَ فَارْجِعْ اِلَیْهِمَا فَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَیْتَهُمَا (اخرجه اَبُوْدَاؤُدَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض)

হিজরতের শপথ করার জন্য আমি আপনার সমীপে হাজির হয়েছি। তবে আমি আমার মাতা-পিতাকে ক্রন্দন অবস্থায় রেখে এসেছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম নির্দেশ দিলেন, তুমি আপন মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও, তুমি তাদেরকে যেমনিভাবে কাঁদিয়েছ (কষ্ট দিয়েছ), ঠিক তেমনিভাবে তুমি তাদেরকে খুশী কর। ইমাম আবু দাউদ রাদি আল্লাহু আনহু এ হাদীসটি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি আল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন।

৪। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত-

اِنَّ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْیَمَنْ هَاجَرَ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ لَكَ اَحَدٌ بِالْیَمَنِ قَالَ اَبْوَایِ قَالَ اَذِنَا لَكَ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ اِلَیْهِمَا فَاسْتَاذِنْهُمَا فَاِنْ اَذِنَا فَجَاهِدْ وَاِلَّا فَبِرْهُمَا (رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ الْخُدْرِیْ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ)

ইয়ামনের অধিবাসী জনৈক লোক হিজরত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর দরবারে হাজির হন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম জিজ্ঞেস করেন, ইয়ামনে তোমার কেউ আছে কি? সে আরয করলেন, আমার পিতা-মাতা। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন, তারা কি তোমাকে এখানে আসতে অনুমতি দিয়েছে? লোকটি উত্তরে বলেন, না। তিনি ইরশাদ করেন, তুমি তাদের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আস। যদি তারা তোমাকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে তুমি জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়, অন্যথায় তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। ইমাম আবু দাউদ রাদি আল্লাহু আনহু হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদি আল্লাহু আনহু হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৫। হযরত মুয়াবিয়া বিন জাহিমা রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত-

إِنَّ جَاهِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَدْتُ أَغْزُوْ وَقَدْ جِئْتُكَ إِسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا

হযরত জাহিমা রাদি আল্লাহু আনহু একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! জিহাদ উপলক্ষে পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য আমি আপনার নিকট এসেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন, তোমার মা আছে? তিনি বলেন হ্যাঁ! আছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-তুমি তার খেদমতে নিয়োজিত থাক। কেননা বেহেশত মায়ের পদতলে।

৬। তাবরানীতে উল্লেখিত আছে —

قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْتَشِيْرُهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ وَالِدَانِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِلْزِمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا (رَوَاهُ النَّسَائِىْ وَابْنُ مَاجَه وَالْحَاكِمْ وَقَالَ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَالطَّبْرَانِىْ وَبِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ)

আমি জিহাদ সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার জন্য আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, তোমার মাতা-পিতা এখনো জীবিত আছেন কি? আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি ইরশাদ করেন- তুমি তাদের সেবা কর, কেননা তাদের পদতলে রয়েছে বেহেশত। (ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইবনে মাজাহ ও ইমাম হাকেম (রাদি আল্লাহু আনহুম) প্রমূখ এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।)

ইমাম হাকেম বলেন- এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম রাদি আল্লাহু আনহু এর বর্ণিত শর্তানুযায়ী 'সহী' বা বিশুদ্ধ। ইমাম তাবরানী রাদি আল্লাহু আনহু উক্ত সূত্রে এ

হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৭। হযরত তালহা বিন মুয়াবিয়া সুলামী রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনিবলেন-

أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ أُرِيْدُ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ أُمُّكَ حَيَّةٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْزِمْ رِجْلَيْهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ)

আমি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হয়ে আরয করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করার তীব্র ইচ্ছে পোষণ করি। তিনি প্রশ্ন করেন, তোমার মাতা জীবিত আছে কি ? আমি বললাম-হ্যাঁ! তিনি ইরশাদ করেন-তুমি শক্তভাবে তার চরণদ্বয় আঁকড়ে ধর অর্থাৎ তার সেবা যত্ন কর। বেহেশ্ত তো এখানেই। (ইমাম তাবরানী এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।)

বিশ্ববিখ্যাত ও সুপরিচিত তাবেয়ী হযরত ওয়ায়েছ করনী (রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জীবনী দেখুন। তিনি সারা জীবন মাতার সেবায় কাটিয়েছেন। এ মাতার খেদমতই তাকে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম'কে স্বচক্ষে দর্শন থেকে বিরত রেখেছে।

মাতা-পিতাকে অমান্য করার পরিণাম ভয়াবহ। তাই সরকারে দু'জাহান' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শির্কের সাথে এটাকে উল্লেখ করেছেন।তিনি ইরশাদ করেছেন-

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلٰثًا قُلْنَا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ (الحديث) بُخَارِىْ مُسْلِمْ تِرْمِذِىْ)

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এ কথা তিনবার বলেছেন যে, কবীরাহ গুণাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণাহ কোন্‌টি, আমি কি তা তোমাদেরকে বলব না? সাহাবগণ প্রত্যুত্তরে বললেন, হ্যাঁ! ইয়া রসুলাল্লাহ! তখন তিনি ইরশাদ করেন-আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা, মাতা-পিতাকে অমান্য করা। বুখারী,মুসলিম, এ সম্পর্কিত আর ও অনেক হাদীস বর্ণিত-সবগুলো একত্রে লিখতে গেলে বিরাট ভলিউমের প্রয়োজন। তাই এখানে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা গেল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সন্তানের হক

সন্তানের উপর যেমন মাতা-পিতার হক রয়েছে, তেমনি মাতা-পিতার উপরও সন্তানের হক রয়েছে। কুরআন-হাদীসের আলোকে সন্তানের হকসমূহ নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখিত হলোঃ

১। সন্তান জন্ম দেয়ার পূর্বে সর্বাগ্রে পিতার উচিত- তিনি যেন নীচজাতের মহিলার সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ না হন। কেননা হীনমনা রমণীর ঔরসে প্রসবিত শিশুদের উপর অবশ্যই হীনতার ছাপ পড়ে।

২। পিতার একান্ত উচিত- তিনি যেন ধর্মপরায়ণ রমণীকে বিবাহ করেন। কেননা অধিকাংশ ছেলে-মেয়েদের উপর নানা-মামাদের আচার-আচরণ ও অভ্যাস-স্বভাবের বিশেষ প্রভাব পড়ে থাকে।

৩। পিতা-মাতার উচিত-তারা যেন নিগ্রো হাবশীদের সাথে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে না তোলেন, কেননা মাতার কৃষ্ণবর্ণতা শিশুটিকেও কুৎসিত ও কলুষিত করে তোলে।

৪। পিতা-মাতার উচিত-তারা যেন 'বিসমিল্লাহ' পাঠ দ্বারা স্বীয় সহবাসের কাজ সূচনা করেন। অন্যথায় শয়তান ঐ গর্ভস্থ শিশুটির জনক হিসেবে দাবী করতে পারে।

৫। স্বামী-স্ত্রীর রতিক্রিয়াকালে স্বামীর উচিত-স্ত্রীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা, কেননা এতে শিশুটি অন্ধ হওয়ার আশংকা থাকে।

৬। পিতা-মাতার উভয়ের উচিত- সহবাসকালে পরস্পর অধিক কথাবার্তা না বলা। কেননা এতে নবজাত শিশুটির বোবা বা তোত্‌লা হওয়ার আশংকা থাকে।

৭। স্বামী স্ত্রী উভয়ের উচিত-রতিক্রিয়াকালে তাদের লজ্জাস্থান কাপড় দ্বারা ঢেকে নেবে। জন্তু ও পশুর ন্যায় উলঙ্গ হবে না। অন্যথায় শিশুটির নির্লজ্জ হওয়ার আশংকা থাকে।

৮। পিতার উচিত-শিশু প্রসব হওয়ার পর তার ডান কানে আযান দেয়া এবং বাম কানে তাকবীর বলা। এর ফলে শিশুটি শয়তানের প্রতারণা ও উম্মুছ ছিবিয়ান (এক প্রকার ব্যাধি) থেকে রেহাই পাবে।

৯। পিতা-মাতার উচিত-খোরমা ও অন্যান্য মিষ্টি দ্রব্যসমূহ নিজে চোষণ করে শিশুকে প্রদান করা, যাতে চোষিত বস্তুর আস্বাদনের ফলে শিশুটির চরিত্র ও প্রকৃতি সুষমামন্ডিত হয়।

১০। পিতা-মাতার উচিত-নবজাত শিশুর সপ্তম অথবা চতুর্দশ অথবা একুশের দিনে আকীকার ব্যবস্থা করা। ছেলের জন্য দু'টি জানোয়ার দ্বারা আকীকা করা এবং মেয়ের জন্য কেবল একটি জানোয়ার দ্বারা আকীকা করা উত্তম।

১১। পিতা-মাতার উচিত-শিশুর পক্ষ হতে ধাত্রীকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ (আকীকা উপলক্ষে জবেহকৃত জন্তুর) একটি রান প্রদান করা।

১২। মাতা-পিতার উচিত-শিশুর মাথার চুল মুন্ডন করা।

১৩। পিতা-মাতার উচিত-শিশুটির চুলের সমপরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা দান করা।

১৪। পিতা-মাতার উচিত-শিশুটির মাথায় জাফরান নামক সুগন্ধি ব্যবহার করা।

১৫। পিতা-মাতার উচিত-নবজাত শিশুটির নামকরণ করা। এমনকি নবজাত শিশুটি অকালে ভূমিষ্ট হলেও। অন্যথায় (অভিভাবক) আল্লাহর নিকট অভিযুক্ত হবেন।

১৬। পিতা-মাতার উচিত-শিশুটিকে খারাপ নামে অভিহিত না করা। কারণ অশুভ নামকরণের পরিণতি অশুভ হয়ে থাকে।

১৭। 'আবদুল্লাহ', 'আবদুর রহমান', 'আহমদ', 'হামেদ' প্রভৃতি ইবাদত ও হামদ ধাতুমূল হতে নির্গত। শব্দসমূহ দ্বারা শিশুদের নামকরণ করা কিংবা নবী ও ওলীগণের নামে নাম রাখা অথবা পূর্ববর্তী মহামনীষীগণের নামানুসারে নামকরণ করা অতীব বরকতময়। বিশেষত মহানবীর পবিত্র নামের বরকতে শিশুদের জন্য রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও মঙ্গল।

১৮। পিতা-মাতার উচিত-শিশুটির নাম 'মুহাম্মদ' রাখলে তাকে (ডাকার সময় ও অন্যান্য সময়ে) সম্মান প্রদর্শন করা।

১৯। সভা সমিতিতে 'মুহাম্মদ' নামের শিশুদের সম্মানার্থে নিজ আসন ছেড়ে তাদের আসীন করার ব্যবস্থা করা।

২০। পিতা-মাতার উচিত-শিশুদেরকে গালি-গালাজ ও প্রহার করার ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা।

২১। মাতা-পিতার উচিত-শিশু যা কিছু চায়, তা যথা সম্ভব পূরণ করা।

২২।পিতা-মাতার উচিত-আদরকালে তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে কোন অসম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত না করা। কারণ অনেক সময় বাজারের পাইকারী নামে নামকরণ শিশুর জন্য অমঙ্গল ডেকে আনে।

২৩। মাতা হোক, কিংবা ধাত্রী, দু'বছরকাল দুগ্ধপানের ব্যবস্থা করা। হ্যাঁ! যদি ধাত্রীর নিকট শিশুটি দুগ্ধপান করে, তবে শর্ত এই যে, উক্ত ধাত্রীকে অবশ্যই সৎ, নামাযের পাবন্দ, সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা হতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৪। পিতা-মাতার উচিত-নীচুজাতের মহিলা কিংবা দুশ্চরিত্র মহিলার দুগ্ধপান থেকে নিজ শিশুকে নিবৃত্ত রাখা। কারণ দুধ মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনে।

২৫। পিতা-মাতার উচিত-নিজ শিশুর প্রতিপালনের জন্য খোরপোষ, দুগ্ধপান এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করা

২৬। শরীয়তে বর্ণিত সকল দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তাতে আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্র ও অভাবী লোকদের মধ্যে সর্বাধিক হকদার হচ্ছে-স্ত্রী ও স্বীয় সন্তান সন্ততিগণ। আর ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীর অধিকার আদায়ের পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তা অন্যান্য লোকদের মধ্যে বন্টন করবে।

২৭। পিতা-মাতার উচিত-শিশুদের প্রতিপালনের জন্য হালাল আয় হতে হালাল জীবিকা তাদেরকে প্রদান করা। কারণ, নাপাক মাল বা অপবিত্র জীবিকা দ্বারা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়।

২৮। পিতা-মাতার উচিত-প্রত্যেক সন্তান-সন্ততিকে যেন একাকী খাবার পরিবেশন না করে। ছেলে-মেয়েদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের পছন্দসই উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করা। পিতা-মাতা স্বীয় সন্তানদেরকে নিয়ে এক সঙ্গে আহার করা উচিত। আর যদি অধিক পরিমাণ খাবার না থাকে, তাহলে পিতা-মাতার উচিত-কেবল স্বীয় সন্তান-সন্ততিদের জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করা।

২৯। পিতা-মাতার উচিত-আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে তাদের ছেলে-মেয়েদের সাথে বিনম্র আচরণ করা, তাদেরকে স্নেহ ও সেবা যত্ন করা, তাদেরকে কোলে ও কাঁধে তুলে নেয়া, তাদের সাথে হাস্যোজ্জ্বল কৌতুকদায়ক কথোপকথন করা।

৩০। পিতা-মাতার উচিত-ছেলে-মেয়েদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। সদা সর্বদা তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া, এমনকি নামায ও জুমা আদায়ের ব্যাপারে তাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।

৩১। পিতা-মাতার উচিত-নিজ ছেলে-মেয়েকে তাজা ও নতুন ফলমূল প্রদান করা, কেননা নবীনদেরকে তাজা ফলমূল প্রদান করাই শ্রেয়।

৩২। পিতা-মাতার উচিত-নিজ ছেলে-মেয়েকে যতদূর সম্ভব শরীয়ত সম্মত উন্নতমানের উত্তম খাবার, উত্তম পোশাক ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা।

৩৩। পিতা-মাতার উচিত-শিশুদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতির আশ্রয় না নেয়া। শিশুদের সাথে সেই সকল প্রতিশ্রুতি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ, যা মূলতঃ পালনের দৃঢ় ইচ্ছা রয়েছে।

৩৪। পিতা-মাতার উচিত-স্বীয় একাধিক সন্তান সন্ততিগণের মধ্যে যা কিছু প্রদান করা হবে, তা সমানভাবে বন্টন করে দেয়া। এক সন্তানকে অন্য সন্তানের উপর প্রাধান্য না দেয়া উচিত।

৩৫। পিতা-মাতার উচিত-কোন সফর থেকে ফিরে আসার সময় নিজ ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছুনা কিছু তুহফা সঙ্গে নিয়ে আসা।

৩৬। পিতা-মাতার উচিত-শিশুরা রোগাক্রান্ত হলে, তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থকরা।

৩৭। পিতা-মাতার উচিত-যতদূর সম্ভব নিজ শিশুদেরকে খারাপ ও কষ্টদায়ক চিকিৎসা থেকে দূরে রাখা।

৩৮। পিতা-মাতার উচিত-শিশুদের মুখ ফুটতেই তাদেরকে 'আল্লাহু-আল্লাহু' যিক্রের শিক্ষা দেয়া। অতঃপর 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং পুরা কলেমা তৈয়্যবার শিক্ষা প্রদান করা।

৩৯। পিতা-মাতার উচিত-যদি নিজ শিশুগণ বিবেকসম্পন্ন হয় অর্থাৎ ভাল-মন্দ পার্থক্য নির্ণয়ের যোগ্যতা অর্জন করে, তাহলে তাদের ভদ্রজনোচিত ব্যবহার ও আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া। অধিকন্তু, তাদের চাল-চলন, উঠা-বসা, হাসি-তামাসা ও বাচন ভঙ্গির প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা উচিত। পিতা-মাতা, শিক্ষকমন্ডলী ও গুরুজনকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করার নিয়মাবলী শিক্ষা দেয়া একান্ত দরকার।

৪০। পিতা-মাতার উচিত-নিজ ছেলে-মেয়েদেরকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দান করা।

৪১। পিতা-মাতার উচিত- স্বীয় সন্তান সন্ততিদেরকে লেখাপড়ার জন্য সৎ, খোদাভীরু, সহীহ আকীদাওয়ালা বয়স্ক শিক্ষকদের হাতে হস্তান্তর করা। আর মেয়েদেরকে আদর্শ শিক্ষিকার নিকট হতে লেখাপড়া করার ব্যবস্থা করা।

৪২। পিতা-মাতার উচিত-নিজ ছেলেমেয়েদেরকে কুরআন শরীফ খতম করার পর সর্বদা কুরআন পাঠের চর্চার জন্য তাগিদ দেয়া।

৪৩। পিতা-মাতার উচিত-নিজ ছেলে-মেয়েদেরকে ইসলামী আকাইদ ও সুন্নাহর শিক্ষা প্রদান করা। কারণ, সদ্যভূমিষ্ট শিশুকে ইসলামের স্বভাব ও প্রকৃতি এবং সত্য কবুল করার উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ সময়ে কোন কিছুর শিক্ষা দান মানে-পাথরের উপর অংকন করার মত। অর্থাৎ- শৈশবকালের শিক্ষা শিশুদের কচি মনে চিরদিনের জন্য রেখাপাত করে।

৪৪।পিতা-মাতার উচিত-তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের হৃদয়ে বিশ্বমানতার মুক্তির

pdf By Syed Mostafa Sakib

সনদ, সরওয়ারে দু'আলম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভালবাসার বীজ বপন করা। কারণ রসূল প্রেমই প্রকৃত ঈমান।

৪৫। পিতা-মাতার উচিত-তাঁদের ছেলেমেয়েদেরকে মহানবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধর, সাহাবীগণ, ওলী ও বুযর্গগণের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করার শিক্ষা দান করা। কারণ এদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন কেবল ঈমান ও সুন্নাহর অংশ নয়, বরং এটা ঈমানের রক্ষাকবচও বটে।

৪৬। পিতা-মাতর উচিত-নিজ ছেলেমেয়েদের বয়স ৭ বছর হলে মৌখিকভাবে নামায আদায়ের জন্য তাদেরকে তাগিদ দেয়া।

৪৭। পিতা-মাতার উচিত- তাঁরা যেন নিজ ছেলে-মেয়েদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান তথা ওযু, গোসল, নামায, রোযার মাসায়েল শিক্ষা প্রদান করেন। আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস ও দৃঢ় আস্থা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, একনিষ্ঠতা, লজ্জা এবং চিন্তা ও বাকস্বাধীনতা প্রভৃতি উত্তম গুণাবলীর শিক্ষা দান করা তাঁদের উচিত। পক্ষান্তরে, লোভ, লালসা, সম্পদের প্রতি মোহ, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি, লৌকিকতা, দম্ভ-অহমিকা, বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যা, অত্যাচার, অনাচার, গীবত, অশ্লীলতা হিংসা-বিদ্বেষ ও জিঘাংসাপরায়ণতা ইত্যাদি গর্হিত কাজসমূহ বর্জন করার জন্য ও তাদেরকে শিক্ষা দেয়া উচিত।

৪৮। পিতা-মাতার উচিত- নিজ শিশুদেরকে লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে বিনম্র স্বভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

৪৯। পিতা-মাতার উচিত-তারা যেন নিজ ছেলেমেয়েদেরকে মাঝে মধ্যে বকুনি প্রদান করেন এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাদের জন্য অমঙ্গল কামনা করা কখনো সমীচীন নয়। কারণ বদ্‌দুআ মানুষের জীবন গড়ে তোলার সহায়ক শক্তি নয়, বরং এটা ধ্বংস ও অবনতির মূল কারণও বটে।

৫০। পিতা-মাতার উচিত-তাঁরা যেন আপন সন্তান-সন্ততিগণের মুখমন্ডলের উপর প্রহার না করেন।

৫১। পিতা-মাতর উচিত-তাঁরা যেন অধিকাংশ সময়ে ছেলে-মেয়দের সম্মুখে লাঠি ও বেত স্থাপন করেন, যাতে তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হয়। আর এ ভয় সঞ্চারই তাদের জন্য যেন যথেষ্ট হয়।

৫২। পিতা-মাতার উচিত-শিশুদের চিত্তবিনোদন উপলক্ষে শিক্ষাজীবনের একাংশ খেলাধূলার জন্য ব্যয় করার সুযোগ প্রদান করা।

৫৩। পিতা-মাতার উচিত-তাঁরা যেন ছেলে-মেয়েদেরকে খারাপ সঙ্গ বর্জন করার

উপদেশ প্রদান করেন। কারণ, খারাপ লোকের সংস্পর্শে থাকা কালনাগিনীর সংস্পর্শ থেকেও বেশী মারাত্মক ও ভয়ংকর।

৫৪। পিতা-মাতার উচিত-নিজ ছেলে-মেয়েদের কুস্তি উৎসব, মীনাবাজার, যৌনোত্তেজনাপূর্ণ গজল ও গানের আসর এবং অন্যান্য অশ্লীল বই-পুস্তক পাঠ করা থেকে বিরত রাখা। কারণ,নরম কাঠকে যে দিকে বাঁকানো হবে সেদিকেই বক্র হয়ে যাবে। যৌনোত্তেজনার আশংকা থাকার কারণে নারীদেরকে সূরা ইউসূফের অনুবাদ পাঠ পরিহার সংক্রান্ত বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং শিশুদেরকে অশ্লীল ছায়াছবি, গান, নাচ ও কবিতার আসরে অংশগ্রহণ করতে দেয়া ঠিক ও যুক্তিযুক্ত হবে না।

৫৫। পিতা-মাতার উচিত-তাঁদের ছেলে-মেয়েদের বয়স ১০ বৎসরে পৌঁছলে তাদেরকে প্রহারপূর্বক নামায পড়ার নির্দেশ প্রদান করা।

৫৬। পিতা-মাতার উচিত-তাঁদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য উক্ত বয়স (১০ বৎসর) হতে পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করা, যাতে একজন অন্য জনের বিছানায় শয্যাশায়ী হওয়ার অবকাশ না পায়।

৫৭। পিতা-মাতার উচিত- তাঁদের যুবক-যুবতী ছেলে-মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করা। আর বিবাহের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, চরিত্র ও আকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৫৮। যদি পিতা-মাতা আশংকাবোধ করেন যে, স্বীয় সন্তান-সন্ততিগণ তাঁদের কথা অমান্য করবে, তাহলে পিতা মাতার উচিত- স্বীয় শিশুদের সঙ্গে নির্দেশ বা আদেশসূচক কোন বাক্যালাপ না করা, বরং তাদের সাথে বিনয় সহকারে পরামর্শমূলক উপদেশ প্রদান করা।

৫৯। পিতা-মাতার উচিত- নিজ ছেলে-মেয়েদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত না করা, যেমন-কোন কোন লোক নিজ ওয়ারিশানের সাথে সুসম্পর্ক না থাকার কারণে পরিত্যক্ত সম্পত্তি অন্য একজন ওয়ারিশ কিংবা অপর একজন ব্যক্তির নামে রেজিষ্ট্রি করে থাকে।

৬০। পিতা-মাতার উচিত- তাঁদের মৃত্যুর পরও নিজ সন্তান সন্ততিদের সম্পর্কে খেয়াল রাখা। অর্থাৎ মৃত্যুর আগে তার ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ নষ্ট না করা, কমপক্ষে ছেলে মেয়েদের জন্য দুই তৃতীয়াংশ সম্পত্তি রেখে যাওয়া দরকার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিম্নলিখিত কতিপয় অধিকারসমূহ কেবল ছেলেদের জন্য প্রযোজ্য

৬১। পিতা-মাতার উচিত- তাঁরা যেন স্বীয় ছেলেদেরকে হাতের লেখা শিক্ষা দান করেন।

৬২। পিতা-মাতার উচিত-তাঁরা যেন স্বীয় ছেলেদেরকে পাঠ দান করেন।

৬৩। পিতা-মাতার উচিত-তাঁরা যেন নিজ ছেলেদেরকে রণবিদ্যা বা সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

৬৪। পিতা-মাতার উচিত-নিজ ছেলেদেরকে সূরা মায়েদা শিক্ষা দেয়া।

৬৫। পিতা-মাতার উচিত-তাঁরা যেন স্বীয় ছেলেদেরকে প্রকাশ্যে খৎনা করার ব্যবস্থা করেন।

নিম্নলিখিত কতিপয় অধিকারসমূহ কেবল মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য

৬৬। পিতা-মাতার উচিত-মেয়ে প্রসব হলে রাগ না করা, বরং এটাকে আল্লাহর নিয়ামত মনে করা।

৬৭। পিতা-মাতার উচিত-তাঁরা যেন নিজ মেয়েদেরকে সূতা কাটা, সুতা পাকা, সেলাই ও রান্না-বান্নার কাজ শিক্ষা দান করেন।

৬৮। পিতা-মাতার উচিত- তাঁরা যেন নিজ মেয়েদেরকে 'সূরা নূর' এর শিক্ষা প্রদান করেন।

৬৯। পিতা-মাতার উচিত-তাঁরা যেন তুলানামূলকভাবে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের প্রতি অধিক যত্নবান হন ও পরিতুষ্ট রাখেন। কারণ স্বভাব ও প্রাকৃতিকভাবে মেয়েদের মন অতি কোমল ও দুর্বল হয়ে থাকে।

৭০। পিতা-মাতার উচিত-তাঁরা যেন স্বীয় সন্তান-সন্ততিদেরকে সমানভাবে সব কিছু প্রদান করেন।

৭৩। পিতা-মাতার উচিত-মেয়ের বয়স ৯ বছরে পৌছুলে নিজ ভাইয়ের শয্যা থেকে পৃথক আবাসের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ মেয়ের বয়স ৯ বছর হলে ভাই-বোন যেন এক বিছানায় না থাকে।

৭৪। পিতা-মাতার উচিত-মেয়ের বয়স ৯ বছরে পৌছুলে তাকে বিশেষ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা।

৭৫। পিতা-মাতার উচিত- যে সকল বিবাহ অনুষ্ঠানে নাচ-গান পরিবেশিত হয়, সে ধরনের অনুষ্ঠান থেকে মেয়েদেরকে বিরত রাখা। আপন সহোদর ভাই তার সঙ্গে থাকলেও যেতে না দেয়া। কারণ, গান হল এক ধরনের যাদুমন্ত্র। আর এ ধরনের টুন্‌কা কাঁচের পাত্রসমূহের উপর (মেয়েদের উপর) সামান্যতম আঘাত

হানা মারাত্মক ক্ষতিকর। আত্মীয় নয় এমন লোকগণের নিকট তাঁদেরকে মোটেই যেতে দেয়া অনুচিত।

৭৬। পিতা-মাতার উচিত- তাঁরা যেন স্বীয় মেয়েদেরকে দালানের উপর তলায় থাকার অনুমতি প্রদান না করেন।

৭৭। পিতা-মাতার উচিত- তাঁরা যেন নিজ মেয়েদেরকে বাসায় অভিজাত পোশাক পরিধান করান এবং রকমারি অলংকারের সাজসজ্জায় সজ্জিত রাখেন, যাতে আকৃষ্ট হয়ে তাদের বিবাহের প্রস্তাব আসে।

৭৮। পিতা-মাতার উচিত- যদি বর ও কনে উভয় পক্ষের মধ্যে কফু বা শরীয়তে নির্ধারিত বিষয়ে সমতা বিদ্যমান থাকে, তাহলে অতিসত্ত্বর তাদেরকে বিবাহ দেয়া।

৭৯। পিতা-মাতার উচিত-বিবাহের উপযুক্ত হলে নিজ মেয়েদেরকে বিবাহ দেয়ার ব্যবস্থা করা।

৮০। পিতা-মাতার উচিত- তাঁরা যেন নিজ মেয়েদেরকে অপর কোন ফাসিক, পাপী, বদমযহাবওয়ালা ব্যক্তির সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ না করেন।

উল্লেখ্য, আমার জানা মতে যে সকল অধিকারসমূহ মরফু হাদীসের আলোকে গৃহীত,তা (৮০টি অধিকার) এ পুস্তিকায় আমি সন্নিবেশিত করেছি। আর এখানে অধিকাংশ অধিকারসমূহ মুস্তাহাব সম্পর্কিত, যা বর্জন করলে অভিভাবক আইনত দায়ী থাকবে না। অবশ্য এমন কতিপয় অধিকারসমূহ রয়েছে যা বর্জন করলে অভিভাবকগণ পরকালে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ইসলামের সচরাচর রীতি হলো- পার্থিব জীবনে যেমন পিতার উপর সন্তানের কোন জোর আচরণ বৈধ নয়। ঠিক তেমনিভাবে পিতার সাথে তাদের তর্ক ও ঝগড়া করাও বৈধ নয়। তা সত্বেও ইসলামের কতিপয় বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনের তাগিদে প্রশাসন যন্ত্রের হস্তক্ষেপ করার অনুমতি রয়েছে, নিম্নে তাও লিপিবদ্ধ করা হলো। যথা-

১। সন্তান-সন্ততির খোরপোষ বাবত ব্যয়ভার বহন করা পিতার অবশ্যই কর্তব্য। যদি পিতা তা আদায় না করেন, তাহলে সরকার জোরপূর্বক তার উপর ব্যয়ভার নির্ধারণ করবে। আর যদি তিনি এটা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তাহলে আইনতঃ তাঁকে গ্রেপ্তার করা যাবে। তবে ছেলের কোন কর্জ বা ঋণের দায়ে স্বীয় পিতা-মাতাকে আটক করে রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে বিধিসম্মত নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَفِى رَدِّ الْمُحْتَارِ عَنِ الذَّخِيْرَةِ لَايُحْبَسُ وَالِدٌ وَاِنْ عَلَا فِى دَيْنِ وَلَدِهٖ وَاِنْ سَفَلَ اِلَّا فِى النَّفَقَةِ لِاَنَّ فِيْهِ اِتْلَافُ الصَّغِيْرِ ۔

'রাদ্দুল মুহতার' নামক গ্রন্থে 'জখীরা' কিতাবের উদ্ধৃতিপূর্বক বিধৃত- পুত্র কিংবা নিম্নগামী যে কোন ছেলের (নাতিগণের) ঋণ অনাদায়ে পিতা কিংবা উর্ধ্বগামী যে কোন অভিভাবককে (তথা দাদা-পরদাদাগণকে) আটক করা যাবে না। তবে খোরপোষের জন্য আইনত আটক করা যাবে। অন্যথায় শিশুগণ অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে।

২। নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে মায়ের দুগ্ধপান করান ওয়াজিব। যদি মায়ের স্তনেদুধ না থাকে, তাহলে ধাত্রী নির্বাচিত করা অবশ্যই কর্তব্য। ধাত্রী বিনা বেতনে দুগ্ধপানে সম্মত না হলে বেতনভোগী ধাত্রী মনোনীত করা পিতা-মাতার উচিত। অভিভাবক ধাত্রীকে বেতন প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে জোরপূর্বক তাঁদের নিকট হতে বেতন পরিশোধ করতে হবে। আর যদি তালাকপ্রাপ্ত মাতা 'ইদ্দত' পালনের পর বিনা বেতনে সন্তানকে দুগ্ধপানে সম্মত না হয়, তাহলে ইসলামের বিধানানুসারে পিতার নিকট হতে বেতন সংগ্রহ করে মাতার নিকট প্রদান করা হবে।

৩। সন্তান-সন্ততির প্রতিপালনের প্রতিবিধান মাতা-পিতার উপর ন্যস্ত। সাত বছর পর্যন্ত ছেলেদেরকে এবং নয় বছর পর্যন্ত মেয়েদেরকে মা, নানী, দাদী, বোন, খালা, ফুফুগণের কাছে রেখে লালন পালনের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। যদি উপরোল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেউ তাদেরকে প্রতিপালনের সম্মতি প্রকাশ না করে আর শিশুটি গরীব ও পিতা ধনী হয়, তাহলে শরীয়তের বিধান মতে পিতার নিকট হতে জোরপূর্বক বেতন পরিশোধ করতে হবে।

৪। শিশুগণের লালন-পালনের পর পিতার হেফাজতে ও তত্ত্বাবধানে রাখা পিতার দায়িত্ব। যদি পিতা স্বীয় শিশু তত্ত্বাবধানে না রাখেন, তাহলে হাকিম (বিচারক) জোরপূর্বক তার উপর শিশুগণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ জারী করতে পারেন।

৫। পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি স্বীয় সন্তান সন্ততির জন্য রেখে যাওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। 'মুওরেছ' অন্তিম শয্যায় শায়িত হওয়ার পর থেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে ওয়ারিশানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে এক তৃতীয়াংশের অধিক ওসীয়ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে ওয়ারিশানের অনুমতি ব্যতিরেকে কার্যকরী হবে না।

৬। নাবালক সন্তান-সন্ততিদেরকে কফু ব্যতিরেকে অথবা মোহরে মিছিলের মধ্যে (অসমতাপূর্ণ বিধান) এর সাথে বিবাহ দেয়া জায়েয নেই। যেমন মেয়ের মোহরে মিছিল ১০০০ (একহাজার) টাকা। কিন্তু পাঁচ শত টাকা মোহর সাব্যস্ত হওয়ার পর বিবাহ হয়েছে। অথবা পুত্রবধুর মোহরে মিছিল পাঁচশত টাকা কিন্তু একশত টাকার মোহর সাব্যস্ত হওয়ার উপর বিবাহ দেয়া হয়েছে। অথবা কোন বাঁদীকে এমন কোন ছেলের সাথে কিংবা কোন ছেলেকে এমন কোন মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে, যা ধর্ম, কর্ম, পেশা, বংশ ও অর্থের দিক দিয়ে অপমানজনক, এমতাবস্থায় সন্তান যদি নেশাগ্রস্থ না হয়, তাহলে পিতা কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম বারের বিবাহ কার্যকর হবে, কিন্তু পুনরায় পিতা কর্তৃক স্বীয় নাবালক সন্তান-সন্ততির অনুরূপ বিবাহ মোটেই শুদ্ধ হবে না।

৭। যদি কোন শহরের অধিবাসীরা খৎনা না করে, তাহলে ইসলামের আইন মোতাবেক রাষ্ট্রপ্রধান তাদেরকে খৎনা করার জন্য বাধ্য করবেন। আর যারা এ সরকারী নির্দেশ অমান্য করবে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবে।

শিক্ষকের হক

সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে শিক্ষকগণ পিতার আসনে অধিষ্ঠিত। আবার অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিতার পদমার্যাদা থেকে শিক্ষকদের মর্যাদা অনেক বেশী। তাই এখানে শিক্ষকের হকসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা গেল, যথাঃ ফাতওয়ায়ে 'আলমগীর' এর মধ্যে ইমাম হাফিজুদ্দিন কাদেরী রাদি আল্লাহু আনহু এর বরাত দিয়ে বর্ণিতঃ

قَالَ الزَّنْدُ وَيْسِتِى حَقُّ الْعَالِمِ عَلَى الْجَاهِلِ وَحَقُّ الْاَسْتَاذِ عَلَى التِّلْمِيْذِ وَاحِدٌ عَلَى السَّوَاءِ وَهُوَاَنْ لَايَفْتَحَ بِالْكَلَامِ قَبْلَهٗ وَلَايَجْلِسُ مَكَانِهٖ وَاِنْ غَابَ وَلَايَرُدُّ عَلَى كَلَامِهٖ وَلَايَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ فِى مَشْيِهٖ

আল্লামা জিন্দোয়াস্তি রাদি আল্লাহু আনহু বলেন,মুর্খ লোকের উপর আলেমের হক এবং ছাত্রদের উপর শিক্ষকের হক এক ও অভিন্ন।শিক্ষকের হক হলো- শিক্ষকের আগে কোন কথা বলবে না, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর আসনে বসবে না, তাঁর কথা অমান্য করবে না, তাঁর আগে গমন করবে না। উক্ত কিতাবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

'গারাইব'গ্রন্থের উদ্ধৃতিপূর্বক বিধৃতঃ

يَنْبَغِىْ لِلرَّجُلِ اَنْ يَرَاءَى حُقُوْقَ اُسْتَاذِهٖ وَاٰدَابِهٖ وَلَايَضُنُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهٖ

প্রত্যেক লোকের উচিত-প্রত্যেকেই যেন আপন শিক্ষকের হক আদায় করতে কৃপণতা না করেন।অর্থাৎ যা কিছু তাঁর প্রয়োজন হয়, সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর নিকট পেশ করা উচিত। শিক্ষকের এটা গ্রহণ নিজের জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্য মনে করবেন।ফিক্‌হ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'তাতারখানিয়া'এর উদ্ধৃতিপূর্বক উক্ত গ্রন্থে আরও বিধৃতঃ

يُقَدِّمُ حَقَّ مُعَلِّمِهٖ عَلٰى حَقِّ اَبَوَيْهِ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَتَوَاضَعُ لِمَنْ عَلَّمَهٗ خَيْرًا وَلَوْحَرْفًا وَلَايَنْبَغِىْ اَنْ يَخْذُلَهٗ وَلَايَسْتَاثِرَ عَلَيْهِ اَحَدًا فَاِنْ فَعَلَ ذَالِكَ فَقَدْ قَصَمَ عُرْوَةً مِنْ عُرْوَةِ الْاِسْلَامِ وَمِنْ اِجْلَالِهٖ اَنْ لَايَقْرَعَ بَابَهٗ بَلْ يَنْتَظِرُ خُرُوْجَهٗ

শিক্ষকের হক নিজ পিতা-মাতা ও সকল মুসলমানের হকের উপরে স্থান দিও।যিনি শিক্ষা দান করেন, সেটা এক অক্ষর পরিমাণ হোক না কেন,তাঁর নিকট বিণয়বনত হও। কখনো তাঁকে অপমান করা সমীচীন নয়।নিজ শিক্ষকের উপর অন্য কাকেও প্রাধান্য দিও না। যদি কেউ এরূপ করে, সে যেন ইসলামের রজ্জুসমূহের মধ্যে একটি রজ্জুকে খুলে ফেলেছে। শিক্ষককে সম্মান করার একটি রীতি হলো-শিক্ষক বাসার ভিতরে থাকুক কিংবা বাইরে উভয় অবস্থাতেই দরজায় আঘাত করো না বরং তিনি (শিক্ষক) বাসা থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিও। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ وَلَوْاَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًالَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

নিশ্চয় যারা ঘরের কক্ষসমূহের আড়াল থেকে আহবান করতেছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বিবেকহীন। যদি তারা আপনার আগমন পর্যন্ত ধৈর্যধারন করত, তাহলে এটা তাদের জন্য মঙ্গল হতো, আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, দয়াবান।

সাধারণত প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আলেমগন এবং বিশেষত প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীর জন্য তদীয় শিক্ষকগণ হলেন,বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর প্রতিনিধি স্বরূপ। হ্যাঁ, যদি শরীয়তের পরিহী অনৈসলামিক কার্যকলাপের নির্দেশ প্রদান করেন,তাহলে সেটা কখনো পালন করবে না।

لَاطَاعَةَ لِاَحَدٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى (الحديث)

আল্লাহর অবাধ্য কাজে কারো আনুগত্য নেই। কিন্তু অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাদের সাথে অভদ্রয়োচিত ও গোস্তখীপূর্ণ আচরণ কখনো ঠিক নয়।

فَاِنَّ الْمُنْكَرَ لَايُزَالُ بِمُنْكَرٍ

কারণ, একটি মন্দ কাজ দ্বারা অপর একটি মন্দকাজ দ্বারা দূরীভূত করা যায় না।যদি শিক্ষক মহোদয় শরীয়ত বিরোধী কোন কাজের নিদের্শ দেন, তাহলে তাঁর সাথে অনুনয় বিনয় করত সে কাজ থেকে দূরে সরে থাকবে।আর যদি তিনি মুবাহ সংক্রান্ত কোন কাজের নির্দেশ দেন, তাহলে সাধ্য মোতাবেক তা পালনকে সৌভাগ্য ও ধন্য মনে করবে। শিক্ষকের নির্দেশ অমান্য করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এতে ইসলামের রজ্জুসমূহের মধ্যে একটি রজ্জুর সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করে দেয়া হয়।হযরাতে উলামায়ে কেরাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন শিক্ষককে কষ্ট দেয়, সে ইলমের বারাকাত থেকে মাহরূম হবে। শরীয়ত মতে শিক্ষকের নিদের্শ মেনে চলা একান্ত উচিত। তাদেরকে অমান্য করার পরিণাম নরকের অগ্নিকুন্ড।শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা, ভয়ানক ও মারাত্মক ব্যাধি এবং অকৃতজ্ঞতা জ্ঞানার্জনের পথে এক বিরাট বাধাঁ।হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ ۰ مُسْنَدِ اَحْمَدْ جَامِعِ تِرْمِذِى مختاره زوائد المسند لعبد اللّٰه بن احمد)

যে ব্যক্তি মানুষের শোকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে না।(মুসনদে আহমদ, জামে তিরমিযী, মুখতারায়ে জাওয়ায়েদুল মুসনাদ কৃত আবদুল্লাহ বিন আহমদ) মহান রব ঘোষণা করেছেন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ

যদি তোমরা শোকরিয়া আদায় কর, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের নিয়ামত বৃদ্ধি করব, আর যদি তোমরা আমার নিয়ামতকে অস্বীকার কর, তাহলে আমার শাস্তি হবে কঠিন।আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দাগাবাজ অকৃতজ্ঞ_বান্দাকে ভালবাসে না। তিনি অন্যত্র বলেছেন-

هَلْ نُجْزِىْ إِلَّا الْكَفُوْرَ (پ ٢٢ ع ٨)

আমি কেবল অকৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে শাস্তি প্রদান করি।সরওয়ারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

مَنْ أُوْلِىَ مَعْرُوْفًا فَلَمْ يَجِدْ لَهُ جَزَاءً إِلَّا الثَّنَاءَ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ

(الادب المفرد للبخارى سنن ابوداؤد جامع ترمذى ابن حبان مقدسى)

যে ব্যক্তি কারো সাথে সদাচরণ করলো,সে গুণকীর্তন ও প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়। কেননা সে কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে। আর যে ব্যক্তি সদাচরণকে গোপন রাখে, সে প্রচুর প্রশংসা কুড়াতে পারে না,কেননা সে কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞা স্বীকার করেনি। (আল আদাবুল মুফরাদ কৃত-ইমাম বুখারী, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, ইবনে হিব্বান মুকাদ্দেসী)

শিক্ষককে সম্মান না করা পিতাকে অমান্য করার পর্যায়ভুক্ত। এ জন্য শিক্ষকগণ পিতার স্থানে অধিষ্ঠিত। হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমাইয়েছেন-

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ (احمد دارمى ابوداود نسائى ابن ماجه ابن حبان)

আমি তোমাদের নিকট পিতার মত, আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দান করি।(মুসনদে আহমদ, সুনানে দারমী, সুনানে আবু দাউদ,সুনানে নাসায়ী,

সুনানে ইবনে মাজা ও ইবনে হিব্বান।) হযরাতে উলামায়ে কেরাম বলেছেন শিক্ষকের হক মাতা-পিতার হকের উর্ধে। কেননা পিতা-মাতা হলেন মানবজাতির দৈহিক অস্তিত্বের উৎস; আর শিক্ষক হলেন আত্মিক জীবনের উৎস।(আইনুল ইলম)।

শিক্ষকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা এবং তাকে অপমান করা, মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসের সমতুল্য । হাদীস শরীফে এর অশুভ পরিণতি সর্ম্পকে কঠোরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। পলাতক গোলাম যতক্ষণ পর্যন্ত তার মনিবের নিকট হাজির হবে না, আল্লাহ্ তাআলা তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবুল করবে না। (মুসলিম, তিরমিযী,তাবরানী, ইবনে খোযায়মা, ইবনে হিব্বান প্রমুখ এ হাদীছটি বর্ণনা করেন)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

مَنْ عَلَّمَ عَبْدًا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَهُوَ مَوْلَاهُ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ عَنْ أَبُوْ أُمَامَةَ)

যে ব্যক্তি কোন বান্দাকে আল্লাহ্র পবিত্র কিতাব হতে একটি আয়াত শিক্ষা দেন, তাহলে ঐ ব্যক্তি ঐ বান্দার মনিব হিসেবে চিহ্নিত হন। (ইমাম তাবরানী রাদি আল্লাহু আনহু বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু উমামা রাদি আল্লাহু আনহু হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।)

আমীরুল মুমেনীন, শেরে খোদা হযরত মাওলা আলী রাদি আল্লাহু আনহু বলেন-

مَنْ عَلَّمَنِىْ حَرْفًا فَقَدْ صَيَّرَنِىْ لَهُ عَبْدًا إِنْ شَاءَ بَاعَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ

যে ব্যক্তি আমাকে একটি মাত্র অক্ষর শিক্ষা দিয়েছেন, নিশ্চয় আমি তার অনুচর। ইচ্ছে করলে তিনি আমাকে বিক্রি করে দিতে পারেন এবং ইচ্ছে করলে তিনি আমাকে মুক্ত করে দিতে পারেন।

হযরত ইমাম শামসুদ্দীন সাখাবী রাদি আল্লাহু আনহু স্বীয় বিরচিত 'মাকাছেদে হাসনাহ' নামক গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শোবাহ বিন হাজ্জাজ সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

مَنْ كَتَبْتُ عَنْهُ أَرْبَعَةَ أَحَادِيْثَ أَوْ خَمْسَةً فَأَنَا عَبْدُهُ حَتّٰى أَمُوْتَ

যে ব্যক্তির নিকট থেকে আমি চারটি কিংবা পাঁচটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি,

pdf By Syed Mostafa Sakib

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তাঁর অনুচর। তিনি অন্যত্র ভিন্ন ভাষায় বলেন-

مَا كَتَبْتُ عَنْ اَحَدٍ حَدِيْثًا اِلَّا وَكُنْتُ لَهٗ عَبْدًا مَا اَحْيٰى

যদি কোন ব্যক্তি হতে আমি একটি মাত্র হাদীসও লিপিবদ্ধ করি, তাহলে আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর অনুচর হই।

আসহাবে সুফ্ফার অন্যতম সদস্য, প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوْا لِلْعِلْمِ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارَ وَتَوَاضَعُوْا لِمَنْ تَعَلَّمُوْنَ مِنْهُ

(اَخْرَجَ الطَّبْرَانِىْ فِى الْاَوْسَطِ وَابْنُ عَدِىْ فِى الْكَامِلِ)

তোমরা (ধর্মীয়) জ্ঞানার্জন কর। তোমরা জ্ঞানের জন্য প্রশান্তি ও মর্যাদাবোধ শিখ। যাঁদের নিকট তোমরা জ্ঞান লাভ কর, তাদের নিকট তোমরা বিনয়ী হও। (ইমাম তাবরানী রাদিআল্লাহু আনহু 'আউছাত' নামক গ্রন্থে এবং ইবনে আদ্দী স্বীয় প্রণীত 'আল কামেল' গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।)

মুসলমানের হক ঃ

শরীয়তের দৃষ্টিতে এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের যে সকল হক নির্ধারণ করা হয়েছে, পবিত্র হাদীসের আলোকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে নিম্নে তা পেশ করা গেল।

পবিত্র হাদীসের আলোকে ঃ

১। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

لَا تُحَقِّرُنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ (اخرجه مسلم عن ابى ذر رضى الله تعالىٰ عنه)

তোমরা কোন নেক-কাজকে তুচ্ছ মনে করো না, তা যৎ সামান্য পরিমাণ হোক না কেন, যেমন সানন্দে হাস্যোজ্জল মুখে তোমার ভাইয়ের সাথে মিলিত হওয়া। (ইমাম মুসলিম রাদিআল্লাহু আনহু বিশিষ্ট সাহাবী হযররত আবু যর গেফারী

রাদিআল্লাহু আনহু হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।)

এতে বুঝা যায়-মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাচ্ছন্দ ও সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ একটি ভাল কাজ। আর এ ধরনের অন্যান্য যাবতীয় নেক কাজসমূহকে তুচ্ছ মনে করা সমীচীন নয়।

২। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম নারীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন-

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ (اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)

হে মুসলিম রমণীগণ! একজন প্রতিবেশী রমণী অন্য একজন প্রতিবেশী রমণীকে কখনো তুচ্ছ মনে না করা উচিত, যদিও সে একটি ছাগলের পা পরিমাণ হাদিয়া পেশ করুক না কেন। (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই বিশিষ্ট রাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।)

অর্থাৎ কোন প্রতিবেশী মহিলা অন্য কোন প্রতিবেশী মহিলার নিকট যত কিঞ্চিত হাদিয়া পেশ করে যেমন ছাগলের একটি পা পরিমাণও দান করে, তবুও যেন তাকে তুচ্ছ মনে না করা হয়। তার উপর কোন অভিযোগ ও আপত্তি করিও না বরং যতদূর সম্ভব তার প্রদত্ত হাদিয়ার মূল্যায়ন করার জন্য সচেষ্ট হও।

অন্য একটি হাদীসে " وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحَرَّقٍ " এ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ- যদিও আগুনে পুড়ানো ছাগলের একটি পাও হাদিয়া পেশ করুক না কেন।

যেহেতু নিয়ামত ও হাদিয়াসমূহের নাফরমানী ও অবমূল্যায়ণ করার প্রবণতা পুরুষের তুলনায় নারীদের স্বভাব ও প্রকৃতিতে প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়, সেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম আলোচ্য হাদীসে বিশেষ করে নারীদেরকে সম্বোধিত করেছেন।

অকারণে মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া শরীয়তের আলোকে অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا (ت ٢٢ ركوع ٤ سورة احزاب)

যারা মুমিন নর-নারীদেরকে বিনাদোষে নির্যাতন ও উৎপীড়ন করে, তারা

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিজেরাই নিজেদের উপর তুলে নিয়েছে বিরাট অপবাদ ও সুস্পষ্ট মহাপাপ।

৩। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهِ (اخرجه الطبرانى فى الاوسط عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ)

যে ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়, সে যেন আমাকে কষ্ট দিল; আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিয়েছে, সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দিল। (ইমাম তাবরানী রাদি আল্লাহু আনহু স্বীয় 'আউছাত' এর মধ্যে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস রাদি আল্লাহু আনহু হতে উত্তম সূত্রে এ হাদীছটি বর্ণনা করেন।)

৪। ইমাম রাফেয়ী রাদি আল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদি আল্লাহু আনহু এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ, হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمًا اَوْ ضَرَّهٗ اَوْ مَكَرَهٗ

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে প্রতারণা করে, কিংবা ক্ষতি করে কিংবা দূরভিসন্ধিমূলক আচরণ করে, সে আমার দলভুক্ত নয়। এ সম্পর্কিত বিষয়ের উপর আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে।

৫। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

مَنْ اُذِلَّ عِنْدَهٗ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْ وَهُوَ يُقْدِرُ عَلٰى اَنْ يَنْصُرَهٗ اَذَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى رُؤُسِ الْاَشْهَادِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (اخرجه الامام احمد عن سهيل بن حنيف رضى الله عنه باسناد حسن)

যে ব্যক্তির সম্মুখে কোন মুমিন ব্যক্তিকে অপমানিত করা হয় আর উক্ত ব্যক্তি সাহায্য করার সামর্থ থাকা সত্বেও মুমিন ব্যক্তির নিকট এগিয়ে আসেনি, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাকে সকলের সামনে অপমানিত ও পদদলিত করবেন। (ইমাম আহমদ রাদি আল্লাহু আনহু সুহাইল বিল হুনাইফ রাদি আল্লাহু আনহু) হতে উত্তম সনদ সহকারে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।)

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যখন কোন মুসলমানকে কেউ অবমাননা করতে দেখে তার প্রতিবাদ না করলে তার জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। তাই কোন

মুসলমানকে অবমাননা করলে তার শাস্তি কত ভয়াবহ ও আল্লাহর অভিসম্পাত কত কঠোর হবে, সহজেই অনুমেয়।

৬। বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম স্বীয় উম্মতের জন্য করুণার আধার। তাই তিনি কোন মুসলমানের প্রস্তাবিত (মহিলার) বিয়ের উপর অন্য কোন মুসলমানের বিয়ের প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি প্রদান করেনি এবং তিনি এক ভাইয়ের মূল্য নির্ধারিত বস্তুর উপর অপর এক ভাইয়ের মূল্য নির্ধারণ করার বৈধতা দেননি। ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী, আসহাবে সুফ্ফার অন্যতম সদস্য হযরত আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেন-

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلَا يَسُوْمُ عَلٰى سَوْمِهٖ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ.

কোন লোক নিজ ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর অন্য কোন বিয়ের প্রস্তাব পেশ করা উচিত নয়। অনুরূপ কোন লোক কোন বস্তুর উপর মূল্য নির্ধারণ করার পর অন্য কোন ব্যক্তির মূল্য নির্ধারণ করা অনুচিত। এ অধ্যায়ে হযরত ওকাবা বিন আমের রাদি আল্লাহু আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি আল্লাহু আনহু হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত।

যখন কোন ভাইয়ের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কোন আগ্রহী বস্তুর উার দাম নির্ণয় করার যেভাবে কঠোর নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিতহওয়ার পর কোন সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করলে কত বড় অন্যায় ও জঘন্য শাস্তির উপযোগী হবে, উল্লেখিত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে তা প্রতীয়মান হয়।

৭। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ شَرْفَ كَبِيْرَنَا - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىْ وَالْحَاكِم عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عمرو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِسَنَدٍ حَسَنٍ بَلْ صَحِيْحٍ ٥

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ ও আদর করতে জানে না এবং বড়দেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে জানেনা, সে আমার উম্মত নয়। ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম হাকেম প্রমূখ হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদি আল্লাহু আনহু হতে শুধু মাত্র হাসান সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি, বরং সহী (বিশুদ্ধ) সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৮। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا

যে ব্যক্তি ছোটদেরকে আদর করে না এবং বড়দেরকে শ্রদ্ধা করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান প্রমুখ মুফাচ্ছিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। এ হাদীসটির সনদ 'হাসান' বা উত্তম। ইমাম তাবরানী স্বীয় বিরচিত 'মুয়াজ্জমে কবীর' এর মধ্যে ওয়াছেলা বিন আছকা রাদি আল্লাহু আনহু হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৯। হুযুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেছেন-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يَعْقِى كَبِيْرَنَا وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا وَلَا يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتّٰى يُحِبَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهٖ (اخرجه الطَّبْرَانِىْ فِى الْكَبِيْرِ عَنْ ضُمَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِاسْنَادٍ حَسَنٍ)

যে ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং বড়দের হক জানে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি অপর কোন মুসলমানকে প্রতারিত করে, সেও আমার উম্মত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুমিন নিজের পছন্দনীয় বস্তু অপর মুমিনের জন্য পছন্দ করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুমিন হবে না। ইমাম তাবরানী স্বীয় প্রণীত 'মুয়াজ্জামে কাবীর' নামক গ্রন্থে হযরত দামিরা রাদি আল্লাহু আনহু হতে উত্তম সনদ সহকারে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

১০। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

مِنْ اَجْلَالِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِكْرَامُ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ (اَلْحَدِيْثُ) اخرجه

اَبُوْدَاؤُدَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ)

সাদা পাকা চুল বিশিষ্ট (বৃদ্ধ) মুসলমানদেরকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করারই অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু দাউদ রাদি আল্লাহু আনহু হযরত মূসা রাদি আল্লাহু আনহু হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

১১। ধর্মীয় জ্ঞানবান মুসলমানকে দূর্ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি বিরাট অপরাধ। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

لَيْسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهٗ - اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ فِى الْمُسْنَدِ وَالْحَاكِمُ فِى الْمُسْتَدْرَكِ وَالطَّبْرَانِىْ فِى الْكَبِيْرِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ ۔

যে ব্যক্তি বড়দেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেনা, ছোটদেরকে স্নেহ ও আদর করে না, এবং আলেমের হক চিনেনা, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়। ইমাম আহমদ রাদি আল্লাহু আনহু স্বীয় 'মুসনাদে', ইমাম হাকেম রাদি আল্লাহু আনহু স্বীয় 'মুসতাদরাকে' এবং ইমাম তাবরাণী রাদি আল্লাহু আনহু স্বীয় 'মুয়াজ্জামে কাবীর' এ হযরত উবাদাহ বিন সামেত রাদি আল্লাহু আনহু এর সূত্রে হাসান সনদ সহকারে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১২। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

ثَلٰثَةٌ لَايَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِمْ اِلَّامُنَافِقٌ-ذُوْ شَيْبَةٍ فِى الْاِسْلَامِ وَذُو الْعِلْمِ وَاِمَامٌ مُقْسِطٌ (اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىْ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِطَرِيْقٍ حَسَنِهٖ التِّرْمِذِى بِغَيْرِ هٰذَا الْمَتَنِ-)

তিন ব্যক্তির হক সম্পর্কে একমাত্র মুনাফিক ও কপট লোক ব্যতীত অন্য কেউ হাল্কা বা তুচ্ছ মনে করবেনা- (১) সাদা পাকা চুল বিশিষ্ট লোক অর্থাৎ বৃদ্ধ মুসলমান (২) আলেম (৩) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ।

ইমাম তাবরানী রাদি আল্লাহু আনহু বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু উমামা রাদি আল্লাহু আনহু হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী এ হাদীছের সনদকে হাসান (উত্তম) বলে অভিহিত করেছেন। তবে হাদীসের মতন হাসান নহে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১	জা'আল হক (১)	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী
২	জা'আল হক (২)	"
৩	জা'আল হক (৩)	"
৪	সালতানতে মুস্তাফা	"
৫	আউলীয়া কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত	"
৬	দরসুল কুরআন	"
৭	ইলমুল কুরআন	"
৮	অপব্যাখ্যার জবাব	"
৯	বিশ্ব নবী নূরের রবি	"
১০	হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রা)	"
১১	ইসলামী জিন্দেগী	"
১২	ঈমানের সঠিক বিশ্লেষণ	আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী
১৩	মাতা-পিতার হক	"
১৪	তাজিমী সিজদা	"
১৫	পীর-মুরীদ ও বায়আত	"
১৬	বাহারে শরীয়ত	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী
১৭	কানুনে শরীয়ত	মুফতি শামসুদ্দীন আহমদ রিজভী
১৮	কারবালা প্রান্তরে	আল্লামা শফি উকাড়বী
১৯	যলযালা	আল্লামা আরশাদুল কাদেরী
২০	আমাদের প্রিয় নবী	আল্লামা আবেদ নিযামী
২১	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (১)	আল্লামা আবুন নুর মোহাম্মদ বশীর
২২	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (২)	"
২৩	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৩)	"
২৪	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৪)	"
২৫	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৫)	"
২৬	গ্রন্থ পরিচিতি	মুফতি আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী
২৭	সাত মাসায়েলের সমাধান	হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী
২৮	হামদে খোদা ও নাত রসুল	মাওলানা মোহাম্মদ আলী
২৯	খাজা গরীবে নেওয়াজ	মাওলানা মোহাম্মদ আলী
৩০	মুমিন কে?	আল্লামা তাহেরুল কাদেরী
৩১	গাউসুল আযম	শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী
৩২	খুতবাতে ইবনে নাবাতা	আল্লামা ইবনে নাবাতা
৩৩	মিলাদে মুস্তাফা	মোহাম্মদ ইকবাল
৩৪	ইসলাম ও গান বাজনা	মাওলানা নূরুল হক

মাতা-পিতার হক

মুহাম্মদী কুতুবখানা

মাতা-পিতার হক

আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী
রহমতুল্লাহে-আলাইহে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাম্মদী কুতুবখানা